CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 December 2021 ■ আগরতলা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ১৫ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

টিএসআরে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ এনে বঞ্চিত বেকাররা রাস্তা অবরোধ করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ছবি নিজস্ব।

শাসক দলের কর্মী হলেই চাকরি এই প্রবনতা মুছে ফেলতেই সরকার কঠোর ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। শাসক দলের সমর্থক বা কর্মী হলেই সরকারি চাকরি মিলবে, এই সংস্কৃতি ত্রিপুরায় মুছে ফেলতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে এ কথা বলেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ কথা, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সরকারি চাকরির জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

এদিন তিনি বলেন, টিএসআর-এ নিয়োগকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরায় অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতি স্থির করে রেখেছে। এক্ষেত্রে অতীতের মতো শাসক দলের সমর্থকদের শুধু চাকরি দেওয়া হবে তা একদম উচিত বলে মনে করে না রাজ্য সরকার। তাঁর দাবি, বামপন্থী শাসনে ওই নীতিতেই চাকরি দেওয়া হত। তেমনি, বাম জমানায় শুধু সন্ত্রাস দেখা যেত।

তাঁর বক্তব্য, যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সরকারি চাকরির জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। এখন কেবল শাসক দলের হলেই চাকরি মিলবে না। তাঁর দাবি, অতীতের সংস্কৃতি মুছে ফেলতে চাইছে বিজেপি জোট সরকার। কারণ, বিজেপি দেশ এবং সমাজের কল্যাণে রাজনীতিতে বিশ্বাসী।

এদিকে, শাসক দলীয় নেতৃবৃন্দের অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে তিনি তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন। সাথে তিনি এমন অভিযোগ নিয়ে পুলিশের দ্বারস্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়া গুরুতর অপরাধ। বিজেপির আদর্শে বিশ্বাসীরা এমন জঘন্য কাজ করবেন না, আশা প্রকাশ করে বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে বাম জমানায় সরকারি চাকরি প্রদানের ক্ষেত্রে চরম দলবাজী করা হয়েছিল। বিভিন্ন দপ্তরে চাকরির ক্ষেত্রে ভাগ্যবানদের নামের তালিকা চূড়ান্ত হত সিপিএম পার্টি অফিসে। বহু চাকরি হয়েছে নেতা মন্ত্রিদের আত্মীয় পরিজনদের ঘরে। এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহার হিসাবেও চাকরির অফার দেওয়ার গুঞ্জন ছড়িয়েছিল।

পঁচিশ বছরে বহু যোগ্য বেকারের ভাগ্যে জুটেনি সরকারি চাকরি। তীব্র স্বজন পোষণ এবং আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে চাকরি দেয়া হয়েছে। বছরের পর বছর এই ট্র্যাডিশান চলতে থাকে। একসময় স্বদলীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। চাকরির টোপ দিয়ে দলীয় কর্মসূচিতে সামিল করা হত। মিছিলে হাটানো হত। কিন্তু, দেখা গিয়েছে, একবাড়িত দুই বা ততোধিক চাকরি। এইসব বছরের পর বছর চলতে থাকে। তাই বাম জমানায় শেষের দিকে স্বদলীয় বেকার বিদ্রোহ দেখা দেয়। জ্বালিয়ে দেয়া হয় বহু পার্টি অফিস।

ছুরিকাঘাতে নিহত মাংস বিক্রেতা, অভিযুক্ত গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের দুর্গা চৌমুহনী এলাকায় ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত যুবকের নাম বিজয় দাস। তিনি পেশায় মাংস বিক্রেতা। তাঁকে হত্যায় অভিযুক্ত যুবকের নাম বিশাল ঋষি দাস। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। গণপ্রহারে ওই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। তাকে জিবি হাসপাতালে পুলিশের নজরদারিতে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গা চৌমুহনী সহ পার্শবর্তী এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে। জানা গেছে, বিশাল ঋষি দাস নামে অভয়নগর ঋষি কলোনি এলাকার এক যুবক তার প্রতিবেশী বিজয় দাসকে দুর্গা চৌমুহনী বাজারে ছুরিকাঘাত করেছে। তার পেটে একাধিক আঘাত রয়েছে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন অভিযুক্ত বিশাল ঋষি দাসকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন। এদিকে স্থানীয় লোকজনরা আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে গুরুতর আহত অবস্থায় অভিযুক্ত যুবককে উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

অপরদিকে ছুরিকাঘাতে আহত যুবক বিজয় দাসকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে আইজিএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের গাজা উদ্ধার, বাজার মূল্য আড়াই কোটি টাকা, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার আমবাসার কাঠালবাড়ি এলাকায়

আমবাসা

একটি কন্টেইনার গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে ট্রাফিক পুলিশ। গাড়ির চালক এবং সহ চালককে আটক করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমবাসা ট্রাফিক পুলিশ কাঠালবাড়ি এলাকায় ওত পেতে বসে থেকে একটি কন্টেইনার গাড়ি আটক করেছে। তাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল, ওই কন্টেনার গাড়িতে করে গাজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে যথারীতি গাড়ির ভিতরে মজুত রাখা প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। উদ্ধার করা গাজার আনুমানিক বাজার মূল্য আড়াই কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ট্রাফিক পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গাড়িটি আটক করার পর গাড়ির চালক ও সহ চালক গাড়ি থেকে নেমে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। তখনই ট্রাফিক পুলিশ তাদের পেছনে ধাওয়া করেন। স্থানীয় লোকজনও ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। যথারীতি গাড়ির চালক ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২ জানুয়ারী রাজ্যে আসছেন অভিষেক ব্যানার্জী প্রস্তুতি সভা করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। দুদিনের রাজ্য সফরে আগামী ২ জানুয়ারী আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাজ্য সফরকে কেন্দ্র করে দলের তরফ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের লালবাহাদুরস্থিত ক্যাম্প অফিসে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রস্তুতি সভায় তাঁর দুদিনের রাজ্য সফরকে ঘিরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রস্তুতি সভা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার সুবল ভৌমিক এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন।

সুবল বাবু বলেন, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে দুদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। রাজ্যে এসেই তিনি চৌদ্দ দেবতার মন্দিরে গিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। বিগত পুর নির্বাচনের আগে এবং পরে যেসব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন তাদের সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত খবর নেবেন এবং তাদের সঙ্গে দেখা করবেন। রাজ্যে অবস্থানকালে তিনি রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির বর্ধিত সভায় অংশ নেবেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতেই রাজ্যে পরবর্তী রাজনৈতিক রণকৌশল চূড়ান্ত করা হবে।

সুবলের কথায়, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে আগামী পাচ জানুয়ারি মহাকরণ অভিযান করা হবে।

দেশে কোভিড সংক্রমণ ১৩-হাজারের উর্ধে, কমে গেল আরোগ্যের হার

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বুধবারই ৯-হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল ভারতের দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, বৃহস্পতিবার দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা একধাক্কায় ১৩-হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গেল। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ১৫৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৬৮ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৪৮৬ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার কমে গিয়ে ৯৮.৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৮,২৪,০২-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৫,৪০০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩, ১৫৪ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.২৪ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সফরে আরও প্রকল্পের আশায় ত্রিপুরা, দাবি বিজেপি নেতৃত্বদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রীর সফরে প্রত্যাশার থেকে বেশিই পেয়েছে ত্রিপুরা। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে দৃঢ় বিশ্বাস প্রদেশ বিজেপি নেতৃবৃন্দের। ফলে, আগামী ৪ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর জনসভায় ৫০ হাজার লোক সমাগম হবে বলে দাবি করেন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, এমবিবি বিমান বন্দরের নব নির্মিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেই থেমে থাকবেন না প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরার জন্য আরও বেশ কিছু প্রকল্পেরও ঘোষণা দেবেন নিশ্চয়ই।

আজ প্রদেশ বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নবেন্দু বাবু বলেন, ত্রিপুরায় আগামী ৪ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসছেন। এমবিবি বিমানবন্দরের নামাকরনেও তিনি এসেছিলেন। এখন তাঁর হাত দিয়েই ওই বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রূপ নিতে চলেছে। তাঁর কথায়, ইতিপূর্বে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সমস্ত কিছুই বাস্তবায়িত হয়েছে। হীরা দেবেন বলেছিলেন, ত্রিপুরা এখন হীরা প্লাস হয়েছে। জাতীয় সড়ক, বিকল্প জাতীয় সড়ক সহ পরিকাঠামো উউন্নয়নে সমস্ত প্রতিশ্রুতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে স্বরাষ্ট্র দফতরে ৫০০ শূন্যপদ পূরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজ্যে স্বরাষ্ট্র তথা গৃহ দফতরে ৫০০টি শূন্যপদ পূরণে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ১০ শতাংশ পদ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। খুব শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে গৃহ দফতর সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় টিএসআর-এর শূন্য পদে নিয়োগকে কেন্দ্র করে চাকরি প্রত্যাশীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং হতাশা দেখা দিয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ এনে রাজ্যে টানা তিনদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে। বেকারদের অসন্তোষ দূর করার জন্য ত্রিপুরা সরকার আরও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিয়েছে।

ত্রিপুরায় বিভিন্ন দফতরের পাশাপাশি গৃহ দফতরেও শূন্যপদ রয়েছে। সূত্রের দাবি, গৃহ দফতরে ৫০০টিশূন্যপদপূরণে সিদ্ধান্তনিয়েছে ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার একাধিক গ্রামে প্রচুর সংখ্যায় গাঁজ গাছ ধ্বংস করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন উওর কৃষ্ণপুরের খাস জমি বাদ দিয়ে এবার জোত জমিতে অবৈধভাবে রমরমা গাঁজা চাষ, বুধবার এই সংবাদ ফলোআপ করে প্রকাশ করা হয়েছিল। এদিকে সংবাদ প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসল তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ।

বুধবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমতিয়ার নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানার বিশাল পুলিশ ও টি.এস.আর বাহিনী উত্তরকৃষ্ণপুরের বড়লুঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় জোত জমির দুইটি জায়গায় প্রায় এক হাজার গাছ এবং চাকমা ঘাট স্থিত ঠাকুর চাঁন বৈশ্য পাড়ার ফরেস্ট লেন্ডের তিনটি জায়গায় প্রায় দেড় হাজার গাছ তথা সর্বমোট আড়াই হাজার গাছ নষ্ট করে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। বাজার মূল্য প্রায় কয়েক লক্ষাধিক টাকা। তবে, যে জোত জমিগুলোতে গাঁজা চাষ করা হয়েছে সেই জোত জমির মালিকের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে এ সম্বন্ধিত তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি কথাটি এড়িয়ে যান।

কৃষ্ণপুরে হাতির আতঙ্ক, প্রাণ বাঁচাতে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। প্রাণ বাঁচানোর জন্য রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে বন্যহাতির ভয়ে গ্রামবাসীরা। তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর অধীন উত্তর কৃষ্ণপুর,মধ্য কৃষ্ণপুর, অফিস টিলা, উতলা বাড়ি, উত্তর কৃষ্ণপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে বন্য দাঁতাল হাতি।

বারবার এই খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর অবশেষে টনক নড়ে প্রশাসনের। বুধবার তেলিয়ামুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বণ্য দাঁতাল হাতির আক্রমন অব্যাহত রয়েছে। হাতির এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে এবার পোষ্য হাতি দ্বারা বন্য হাতিকে জনবসতি থেকে দূর করার চেষ্টায় এবার অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গতকাল তথা বুধবার খোয়াই জেলাশাসক স্মিতা মৌলের পৌরহিত্যের তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর সেখানে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি হয়। এবং আদেশ করা হয় যে যে জায়গাগুলিতে বন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে ফের বঞ্চিতদের বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ

আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের মৃদু লাঠিচার্জের পর গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে ঘিরে আজ ফের বেকারদের ক্ষোভ আছড়ে পড়েছে। একাংশ চাকরি প্রত্যাশী ত্রিপুরা হাইকোর্টের সামনে রাস্তা অবরোধ করেছেন। পুলিশ তাঁদের অবরোধ প্রত্যাহারে অনুরোধ জানানো সত্বেও তাঁরা রাজি হননি। তাই বাধ্য হয়ে পুলিশ মৃদু লাঠি চার্জ করেছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। ওই ঘটনায় আজ দিনভর ভিআইপি রোডে তীব্র উত্তেজনা ছিল।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় টিএসআরে দুটি নতুন আইআর ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্দেশ্যে ১,৪৩৭ জন নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার মেধা তালিকা প্রকাশ করেছে। এই প্রথম টিএসআরে মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। নতুন দুটি আইআর ব্যাটালিয়নের জন্য ১,২১৪ জন রাইফেলম্যান জেনারেল ডিউটি নিয়োগ করা হবে। তাঁদের মধ্যে ৯১১ জন ত্রিপুরার এবং ৩০৩ জন বহিঃরাজ্য থেকে নিয়োগ হবে। মহিলা কর্মী নিয়োগ করা হবে ১৩১ জন। তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরার ১০২ জন এবং বহিঃরাজ্য থেকে থাকবেন ২৯ জন। ট্রেডসম্যান পদে নিয়োগ করা হবে ৯২ জনকে। তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরার ৬৯ জন এবং বহিঃরাজ্যের ২৩ জন।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মেধা তালিকা নির্ণয়ে অনিয়ম হয়েছে বলে চাকরি প্রত্যাশীরা গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তাঁদের বক্তব্য, লিখিত পরীক্ষায় ২৬ নম্বর পেয়েছেন এমন প্রার্থীর নাম মেধা তালিকায় রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, শারীরিক পরীক্ষায় দৌড়ে টিকেননি, এমন প্রার্থীকেও মেধা তালিকায় দেখা যাচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে মেধা তালিকায় অযোগ্যরা স্থান পেয়েছেন। তাই তাঁরা ওই মেধা তালিকা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন।

গতকালও একাংশ বিক্ষুব্ধ চাকরি প্রত্যাশী সচিবালয়ের মূল ফটকের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, পরবর্তীতে তাঁরা ত্রিপুরা হাইকোর্টের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাইকোর্ট চত্বরে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

আজ বিক্ষুব্ধ চাকরি প্রত্যাশীরা জানিয়েছেন, মেধা তালিকা তৈরিতে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। তাই, ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করতে চাইছি আমরা। কিন্তু আদালতে শীতকালীন অবকাশ চলছে। ফলে এখন মামলা করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি, বলেন জনৈক চাকরি প্রত্যাশী। তাঁদের বক্তব্য, ২,২০০টি পদে নিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছিল। অথচ মাত্র ১,৪৩৭টি পদে নিয়োগের মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁদের দাবি, পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী সমস্ত পদে মেধা তালিকা প্রকাশ করতে হবে। সাথে যেখানে অনিয়ম হয়েছে, তা সংশোধনের পর নতুন মেধা তালিকা প্রকাশ করার দাবি তুলেছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৮৬ ▫ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১৫ পৌষ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দূষণের কবলে মানব সভ্যতা

ভয়ঙ্কর দূষণের কবলে মানবসভ্যতা। মানব সভ্যতাকে বাঁচাইতে হইলে পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।এজন্য প্রয়োজন সচেতনতা। পরিবেশ নানা কারণে দূষিত হইতেছে। পরিবেশ দূষণের মারাত্মক আঘাত জনমানবে পড়িতেছে।পরিবেশের দূষণ থেকে সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এর বিষয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিবেশ এখন নানাভাবে দূষিত হইতেছে। বায়ু দূষণ, জল দূষণ, শব্দ দূষণ সহ নানা ভাবে পরিবেশ দূষিত হইতেছে।দূষণের হাত হইতে সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে হইবে মানুষকে সচেতন হইতে হইবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করিয়াছে যে, এই দশকেই বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়া যাইবে প্রায় দেড় ডিগ্রী। অর্থাত মনুষ্য জীবনের জন্য ঘনাইয়া আসিয়াছে বিপদ। ১৯৫ টি সদস্য দেশকে নিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের বৈঠকের স্বচ্ছ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্যানেল। ইতিমধ্যে বিশ্বের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, রুশ রাষ্ট্রনেতা ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অনেকেই আন্তর্জাতিক মঞ্চটিতে ভাষণ দিয়াছেন। করোনা মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ ও আফগানিস্তান-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে সেখানে। এবার বিশ্ব দরবারে দাঁড়াইয়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে জোর দিয়াছে ভারত। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা পৌঁছিয়া দিয়াছেন বিদেশ সচিব শ্রিংলা।২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ রবিবার ছিল “International Day for The Total Elimination of Nuclear Weapons”। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘে বিদেশ সচিব শ্রিংলা বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়াছেন যে ভারত নতুন ভাবনাচিন্তার জন্য উন্মুক্ত। প্রাচীন ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে, সমস্ত দিক থেকে ভাল চিন্তা আসুক। পরমাণু অস্ত্রবিহীন বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে ভারত সমস্ত সদস্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে।’উল্লেখ্য, নিজেদের আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লাগাতার বাড়াইয়া চলিয়াছে পাকিস্তান ও চিন। এহেন পরিস্থিতিতে বাধ্য হইয়া ভারতকে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইতেছে। কিন্তু তবুও রাষ্ট্রসংঘে শ্রিংলা জানাইয়াছেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রথম পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করিবার সিদ্ধান্তে অনড় ভারত। সব মিলাইয়া, এদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে যে ছবি রহিয়াছে তাহা আরও উজ্জ্বল । সার্বিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই পরিবেশ দূষণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব। এ বিষয়ে জনগণকে আরো সচেতন হইতে হইবে।অন্যথায় দূষণের কবলে পরিয়া গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

মানব সভ্যতাকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সচেতন নাগরিকদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।অন্যথায় মানবসভ্যতা ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে। শুধুমাত্র একটি দেশকে এ ব্যাপারে সচেতন হইলে চলিবে না। বিশ্বের সবকটি দেশকে পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার অন্যতম উপায় হইল বনসৃজন। বনসৃজন এর মধ্য দিয়েই পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আধুনিক সভ্যতার কবলে পরিয়া বনজ সম্পদ ক্রমশ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। ব্যাপকহারে বনজ সম্পদ ধ্বংস হওয়ার কারণেই উষ্ণায়ন এর মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। উষ্ণায়নের ভয়ঙ্কর কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পরিবেশকে শীতল রাখিবার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে নানা কারণে পরিবেশ দূষিত হইতেছে। কল কারখানার কালো ধোঁয়া, যানবাহনের কালো ধোঁয়া সহ শব্দ দূষণ পরিবেশকে প্রতিনিয়ত দূষিত করিয়া চলিয়াছে। জনগণ সচেতন হলেই এই ভয়ংকর পরিণতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। জনগণ এইসব বিষয়ে সচেতন না হইলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাচিয়া থাকিবার উপায় খুঁজিয়া পাইবে না।আর এর দায় বর্তমান প্রজন্ম কোন ভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না।অতএব সাধু সাবধান।

বুস্টার নিয়ে নয়া গাইডলাইন কেন্দ্রর

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): বুস্টার নিয়ে নয়া গাইডলাইন কেন্দ্রর।বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হল, যাঁরা বুস্টার ডোজ পাওয়ার যোগ্য তাঁদের নথিবদ্ধ ফোন নম্বরে মন্ত্রকের রিমাইন্ডার মেসেজ যাবে। গোটা বিশ্বের মতোই ভারতেও লাফিয়ে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। দেশে সার্বিক করোনা আক্রান্তের গ্রাফও ঊর্ধ্বমুখী। আজই পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৮টি রাজ্যকে নতুন করে সতর্ক করেছে কেন্দ্র। পরিস্থিতি বিচার করে হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। এই অবস্থাতেই ১০ জানুয়ারি থেকে বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হচ্ছে দেশে। প্রথমে জানানো হয়েছিল, টিকা নেওয়ার সময় কোমরবিডিটি সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ দিতে হবে টিকা প্রাপকদের। পরে জানানো হয়, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন বা অন্য প্রমাণ দাখিল না করলেও সতর্কতামূলক টিকা পাবেন ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সিরা। আজ এই বিষয়ে আরও একধাপ এগোলো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে জানানো হল, বুস্টার ডোজের যোগ্যরা তাঁদের নথিবদ্ধ ফোন নম্বরে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের রিমাইন্ডার মেসেজ পাবেন। সেই মতো তাঁরা তৃতীয় টিকা নিতে আসতে পারবেন। —হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

দেশের ৯০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক করোনা টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): দেশে হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। দেশজুড়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ওমিক্রন। ওমিক্রন আতঙ্কের মধ্যেই বৃহস্পতিবার টিকাকরণ নিয়ে খানিক স্বস্তির খবর শোনালেন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্মসচিব লব অগরওয়াল। তিনি জানান, ইতিমধ্যে দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ৯০ শতাংশ করোনার একটি করে টিকা নিয়ে ফেলেছেন। তবে এই সঙ্গে লব জানান, গত সপ্তাহে দেশে গড়ে প্রতিদিন ৮ হাজার জন সংক্রমিত হচ্ছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর থেকে দিন প্রতি সংক্রমণ ১০ হাজার ছাড়িয়েছে। বর্তমান দেশে করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ৯৬১। এর মধ্যে ৩২০ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার তিন মাস পর মিলবে করোনার বুস্টার বা তৃতীয় ডোজ। এই ডোজ নেওয়ার পরে স্মার্টফোনে আসবে ভ্যাকসিনেশনের সার্টিফিকেট। যা তৃতীয় ডোজের প্রমাণপত্র। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজের মতোই উপভোক্তা সেই সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

কট্টরপন্থামূলক বক্তব্যের জেরে ফ্রান্সে বন্ধ হল আরেকটি মসজিদ

প্যারিস, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): ইমামের কট্টরপন্থামূলক বক্তব্যের জেরে ফ্রান্সে বন্ধ করে দেওয়া হল আরেকটি মসজিদ । দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় ওয়েসে শহরের একটি মসজিদে কট্টরপন্থামূলক বক্তব্য দেওয়ায় তা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে ফ্রান্স। এমনটাই জানা গেছে বিবিসির খবরে। প্যারিস শহর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার (৬২ মাইল) উত্তরে ওয়েসে শহরের বেউভাইস এলাকার গ্র্যান্ড মসজিদটি ছয় মাসের জন্য বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। মসজিদকে এ ঘটনার জবাব দিতে ১০ দিনের সময় দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। মসজিদে ইমাম ‘জিহাদি” যোদ্ধাদের ‘বীর’ এবং ঘৃণা ও হিংসা উসকে দিয়েছে বলে জানান ওয়েসের প্রিফেক্ট। সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে ইসলামী উপাসনার স্থানগুলোতে তল্লাশি চালানো হয়। এর আগে ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন জানিয়েছিলেন, তিনি প্যারিস থেকে শত কিলোমিটার দূরের বেউভাইসের মসজিদটি বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু করছেন। কারণ এখানকার ইমাম ‘খ্রিস্টান, সমকামী ও ইহুদিদের লক্ষ্য করে’ বক্তব্য দিয়ে থাকেন। গত বছর থেকে চরমপন্থায় সম্পৃক্ত মসজিদগুলোতে বিচ্ছিন্নতাবাদ উৎসাহ দেওয়া হলে এর বিরুদ্ধে তল্লাশি শুরুর ঘোষণা দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন। এমনকি তা বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান তিনি। সেই মতই এগোচ্ছে ফ্রান্স।-

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : ভাষা রহস্যের মহাকবি ও ভাষাকাব্যের রাজর্ষি

শোভালাল চক্রবর্তী

ভাষাচিত্ত ও বিদ্যার কৌলিন্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গণনায় তিনি ভূষিত। সাহিত্যচর্চা থেকে স্টেটসম্যান পত্রিকার সহ-সম্পাদক, আইন পাঠ থেকে ফরাসি ও জার্মান ভাষা চর্চা। পত্রিকা সম্পাদক থেকে এআরপি-র অফিসার অথবা ডিডিসি-র প্রচার সচিব হওয়া। যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনা ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে তার অবাধ বিচরণ। অথচ শুধুমাত্র কাব্য চর্চা ও সাহিত্য সাধনা ছাড়া আর সবেতেই, হয়েছিলেন বীতস্পৃহ। সামানা কুকুটকে নিয়ে কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ও প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। কিন্ত কাবোর প্রয়োজনে রবীন্দ্রজগৎকে “পরীর দেশ” বলে প্রত্যাখ্যানে দ্বিধান্বিত হননি। আসলে বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় দুবীনরলাথের তনু তন্মমতার সঙ্গ মিলিছে ভাচিন্ত ও বিদ্যার কৌলিন্য নিয়ে ভারতীয় দর্শনের যথোচিত প্রয়োজনীয়তাত্ত পশ্চিমি চিন্তা পদ্ধতির সবরকম প্রবণতাকে আত্মস্থ করে কবিতা লেখার গুরুদায়িতে হয়েছিলেন নিষ্ঠাবান। এই নিষ্ঠাই তাকে প্রপদী রীতিতে কবিতা লেখায় অনুপ্রাণিত করেছিল। কবির প্রথম কাব্য “তন্ত্রী”তে প্রথম যৌবনের আবেগ প্রবণতা ও রূপানুরাগ অভিব্যক্ত এখানে ‘শ্রাবণ বন্যা’, ‘বর্ষার দিনে’ প্রভৃতি কবিতায় আছে সম্ভোগময় প্রেমের অনুভূতি, বেদনাবিদ্ধ স্মৃতিচারণ, রহস্যমরী প্রেমিকার প্রতি আকর্ষণ। এই কাব্যে রবীন্দ্রপ্রভাব প্রত্যক্ষভাবে নেই, কিন্তু অনুরূপ ভাবনা আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের মতোই মৃত্যুর পর লীলা সঙ্গিনীর সঙ্গে চির মিলনের প্রত্যাশা দেখা গেছেত্ত “তোমার প্রমোদ কুপ কি বৈতরণী তীরে, হে মোর ক্রন্দসী।”এই প্রাথমিক রচনায় শব্দ নির্মাণের কুশলতাও তেমনভাবে চোখে পড়ে না। কারণ সুধীন্দরনাথের যুক্তাক্ষর বহুল তৎসম শব্দের গাঢ় গাম্ভীর্য ও উদ্ধত মহিমা তখনও পর্যন্ত কবিতায় অনুপস্থিত। “অর্কেস্ট্রা” কাব্য থেকে সুধীন্দ্রনাথের স্বকীয়তায় প্রকাশ, এ কাব্যে আছে মোট বাইশটি কবিতা, প্রেক্ষাগারের বর্ণনামূলকআর সাতটি সঙ্গীত ধ্বনি নায়কের মনে যে স্মৃতি বা অনুষঙ্গ জাগিয়ে তুলেছে তার কথা। ক্রন্দসী কাব্যের অনেক কবিতা‘অর্কেস্ট্র’র সমকালে রচিত। কিন্তু পার্থক্য দুই কাব্য প্রায় বিপরীত। অর্কেস্ট্রায় আছে আছে রূঢ় নিষ্ঠুর। হিংস্র-উন্মত্ত জগতের প্রতি কবির দৃষ্টিপাত। এখানে দেখা গেছে কখনো অসহিষ্ণু প্রতিবাদ, কখনো মর্মান্তিক হতাশা, কখনোবা নিচল স্বপ্ন। এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়।

উত্তর ফাল্গুনী কাব্যটি মূলত প্রেমমূলক। এই প্রেম ভাবনার মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা এবং আদর্শল্লাতি দৃষ্টি দিয়ে আমর অমৃত সন্ধানের প্রয়াস সুস্পষ্ট এই প্রেম যৌবনগত করি চিত্রের আর্তি। এখানে আছে যেমন অতীত মিলনের রসোল্লাস, তেমনি ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদের আশঙ্কা। তাই কোমল চিত্রের করুণ ব্যাকুলতা, কম্পিত প্রত্যাশা ও সরোদন মিনতিতে পূর্ণ এর অনেক কবিতা। “সংবর্ত” কাবি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। কবির ভাষায়ত্ত “অথচ উজ বে যুদ্ধ যে ব্যাপক মাৎস্যন্যায়ের অবশ্যভাবী পরিণাম, তার সঙ্গে পরবর্তী কবিতা সমূহের সম্পর্কে অকাট্য।” সুন্দরের প্রশস্তি রচনায় প্রস্তুত কবি। কিন্তু বিদেশি শক্রর আক্রমণে মানবজাতীর আকুল আর্তনাদে বিচলিত ক্ষুব্ধ কবি ভগবানের অদৃশ্য নীরবতা দেখে প্রশ্ন করেছেনত্ত “অদৃশ্য অম্বরে তবুও অদৃশ্য তুমি?”

‘দশমী’ কাব্যে স্থান পেয়েছে দশটি কবিতা। কবি জীবনের উপান্ত পর্বে পৌছে বিগত মদমন্ত যৌবনের কথা ভাবেনি, পরবর্তীজীবনের কোমল অনুভূতি-সজল মুহূর্তগুলি মনে করেছেনত্ত প্রকৃতির সুধা পান করতে চেয়েছেন অথবা অনুভব করেছেনত্ত শবিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী প্রেতীক্ষা)। পরবর্তী “নৌকাডুবি” কবিতায় আছে এক উজ্বল প্রাকৃতিক দৃশ্য : “খালি গোলা ঘরে সারা ভাঙা পুটি শুরু। পায়ে চলা পথ কে একাকী।” নৌকাডুবি প্রতীকে কবির বব্য, জীবন মরণে পূর্ণ এবং মৃত্যু সামনে না আসা পর্যন্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপ চিনতে পারে না। উপস্থাপনা” কবিতায় কবির তাই সশ্রদ্ধ রাক্তি --- “আমি ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মনে হয়ে যায়/নিমেষে তামাদি আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, তথা/তাতে যার জের, সে সংসারও।”

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের গঠনরীতি প্রপদী। তার বিভিন্ন কাব্যের বিষ বিধুর যন্ত্রণাময় প্রেমের কবিতাগুলি তীব্র নাটকীয়তায় মণ্ডিত, সেই সঙ্গে আছে সিস্ফমিন সঙ্গীতের প্রতি তুলনা। তাছাড়াও আছে ছন্দোগত বৈচিত্র্য। “সংবত” কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, তার কবিতা যেন শব্দ ব্যবহারের পরীক্ষারূপে বিবেচনা করা হয়। তার নিজের কথা মূলাহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ ব্যবহারের পরীক্ষারূপে বিবেচনা করা হয়। তার নিজের কথা “মূলাহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ অপসারী।” তার কবিতার নিত্য নব শব্দসজ্জার অভিনবত্ব সেটি প্রমাণ করে। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে মানব জীবনের হতাশা ও আর্তনাদ, নৈরাশ্যময় বেদনার প্রকাশ। কিন্তু তিনি কাব্যিক মুক্তির জন্য পুরাণের শরণাী। এখানে পৌরাণিক চরিত্র বা শব্দসমূহ তার স্ববৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা ও বক্তব্যে উপস্থিত। যেমন বৈদেহী, ফাল্গুনী,

ত্রিশংকু, দ্বৈপায়ন ইত্যাদি শব্দগুলি পুরাণ প্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে নবতর ব্যঞ্জনায় রূপান্তরিত হয়েছে। “তন্মী” কাব্যের উনত্রিশটি

কবিতার মধ্যে এগারোটিতে পুরাণ প্রসঙ্গ লক্ষিত হয়। এখানে, উর্বশী রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ব সৌন্দর্যের প্রতিমা নয়। কবির ব্যক্তিগত ভাবনায় পরিবর্তিত : আজকের তোমার চ্যুত বনের লীলাখেলা প্রাণে জাগায় অবহেলা ওই যে, তোমার পাণু বুকের কৃষ্ণচূড়া মধুতে তার নেই যে সুরা মর্মর প্রায় তোমার উরু আর না দহে চুম্বনে হিম ঝিমিয়ে রহে।” এছাড়া অর্কেন্ট্রা কাব্যগ্রস্থে রাবণ, ইন্দ্র পৌরাণিক চরিত্র নাম দেখা যায়।

কাজেই সব মিশিয়ে বলতে হয়, ভাব কল্পনায়, শবস্থায়, আঙ্গিকের ও পুরাণের নবতম প্রয়োগে- সুধীন্দরনাথ দত্ত বাংলা কাব্যে দ্বিতীয় বিহীন কৰি শিল্পী। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মজুমদার- এই তিনজন কবির ঠান্ডা উপস্থিতি সুধীন দত্ত তার কাবো স্বীকার করে নিয়েছেন। উনিশ শতকী মনোপ্রসাদে ধনী, মহাকবি মাইকেলের কবিতা বর্ণনার্ধমী। অন্যপক্ষে সুধীন দত্তের কবিতা সময় স্বভাবের প্রভাবে ব্যগনাবীথি ছড়ানো এবং ভবঘুরে গীতিকবিতার স্বপরস্টা। তবু দুই দত্ত কবির মধ্যে কিছু এক্য রয়েছে : এক) বহিরন্দে কঠিন, সংবৃত, সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে, যত্রকৃত যতিচিহর উপস্থাপন ও গঠনের নিবিড় জ্যামিতিতে। দুই) অন্তরঙ্গে দু’জনেই আত্মজড়িত, মানসিক জর্জরিত দৈরথ সমরে দুই বিক্ষুব্ধ সন্তান, এক অপ্রতিকার্য আছে, কিন্তু মনোজীবনে সন্দেহ আর সংরাগে অনন্য। সুধীন দত্ত আধুনিক কুশল মানুষের মতোই ভত্রলোকিত্বের ইস্ত্রি করা পোশাকের তলায় প্রাণপণে ঢেকে রাখতেন অন্তরগিৎ।কবির সন্দেহ, অসুখ, বিবেক, অপ্রেম, চিৎকার, স্মৃতিকষ্ট আর সর্বোপরি লোকোত্তর তাড়না, যার দেহ থেকে রবীন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরকে উচ্ছিন্ন করা যায় না। অন্তর্জগৎ জুড়ে লুকিয়ে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর থেকেই যান কবির চৈতন্যের অলিগলির বিপদ আপদে। মাইকেলের ‘প্রান্তন’ই সুধীন দত্তের গুরুতর “ভবিতব্য”। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রছায়ায় লালিত মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব থাকবেই। প্রথম প্রথম অনুকরণও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে সুধীন দত্তের মনোভাব ও গঠনের ক্ল্যাসিক এতিহ্যের অন্তরালে রোমান্টিক উজ্জীবনের স্বতঃপ্রকাশ। তার কাব্যে সারাজীবন ব্যক্তিগত তমসা ও আভার উচ্চারণ ও চিৎকার রোমান্টিকতারই বংশলক্ষণ।

কবি মোহিতলালা মজুমদারের কিছু পরোক্ষ প্রভাব আছে সুধীন দন্তে। যা দেখা যায় শব্দ- ও কাব্যদর্শনের স্বরূপের, আরোপে। তবে কবির বুদ্ধিবাদ, দেহর্ম ও কাব্যদর্শনের স্বরূপের আরোপ মোহিতলাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মোহিতলাল অর্থে তিনি দেহবাদী নন, গভীরভাবে তিনি আধ্যাত্মিক হয়ত ‘বৈনাশিক কালে’র দুই কালো হাত থেকে সাময়িক উদ্ধার পাওয়ার জন্য দেহের আশ্রয়ে শান্তি ও মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন মাত্র। তার দেহসম্ভোগ স্মৃতির ভেতর দিয়ে রচিত। মোহিতলালের দেহধর্মের আস্থা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াজত। স্বদেশের বাইরে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন “সেস্তাফান মালামে’র ভীষণ ভক্ত ও অনুরাগী। মালার্মে ছাড়াও তার দুই স্বনামধন্য শিষ্য “পোলভালেরি” ও মার্সেল প্রন্নসেস্তার সঙ্গে সুধীনবাবুর কাব্যসখ্য ছিল। বিশেষ করে “মালার্মে”র শিষ্য পোলভালেরির সঙ্গে সুধীন দান্তের ঐক্য পরিলক্ষিত। এই একা রোমান্টিক মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অবজ্ঞা, নিরুভেজ আবেগ, ক্লাসিক বৈদগ্য, চৈতন্যের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস ও নৈরাশ্যকে সনরান্ত সাহসে গ্রহণের মধ্যে রন্নপদ গঠনে ফরাসি কবিতার প্রতি তার আকর্ষণ লক্ষ্যনীয়। তবে সুধীন দন্তে রোমান্টিক অবজ্ঞার অন্তরালে রোমান্টিক আকর্ষণই প্রকাশিত : একটি কথার দ্বিধা থর থর চুড়ে/ ভর করেছিলে সাতটি অমরাবতী;/একটি নিমেষে দাঁড়াল সরণী জুড়ে, / থামিল কালের চিরচঞ্চল, গতি,/ (শাশ্বতী’, অর্কেস্ট্রে) তার ভাব ও চিন্তার অনুকূল বিচিত্র ধ্বনি নির্মাণের জন্য এবং শব্দের যুক্তি সুশৃঙ্খল বিন্যাসের জন্য অচলিত সংস্কৃত শব্দ তাকে সন্ধান করতে হয়েছে। অলস পাঠকের জন্য তার কবিতা দুর্বোধ্য। তার ব্যবহৃত প্রচলিত শব্দের মধ্যেও যে নতুন অর্থ-দ্যোতনা আছে তা বিস্ময়কর, ব্যাপক ও গভীর। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ। অভিধানের সাহায্যে সেই দুরূহতা অতিক্রম করা সহজ। ইতোমধ্যে তার প্রবর্তিত বহু শব্দ লেখক ও পাঠক সমাজে প্রচলিত। “অধিষ্ট”, “অবৈকল্য, ‘ব্যক্তিত্বরূপা’, “বহিরাশ্রয়”। “কলাকৈবল্য” প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধের প্রথম ব্যবহার সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধে।

“যাসিক্যাল” অর্থে “ধ্রম্নপদী” শব্দটিও তাঁরই উত্তাবনা। ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষিত হলেও একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে এবং অগত্যা চিন্তাকে তরল না করে কবিতাকে তিনি দিয়েছেন এমন এক শ্রবণ-সুভোগ সংহতি ও গাম্ভীর্য, যাকে বাংলা ভাষায় অপূর্ব না বলে উপায় নেই। একমাত্র তার কাব্যভাষা বিশ্বের যে কোনো অভিজাত বিদেশি ভাষার সঙ্গে সমমর্যাদায় আসীন হতে সমর্থ। সৌম্য, যুক্তিবান, প্রাজ্ঞ ও সযতন শিল্পী সুধীন্দ্রনাথ একালের ভাষারহস্যের মহাকবি। শিথিল ও. অতিভাষী বাংলা ভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ দান করেন নির্মেদ ও নির্বহুল এক টানটান ছিলার সংহতি। তিনি অভিজাত বাংলা কাব্যভাবায় সব রাজার ওপরে রাজর্ষি। সুধীন দত্ত জড়বাদী ও ক্ষণবাদী দর্শনের অভিব্যক্তির অন্তরালে আধুনিক দার্চ, অভিজাত কাব্যভাষার উতাবক।স্বদেশ-বিদেশেশ কোনো কোনো কবির সঙ্গে কাব্য নির্মাণে ও কাব্যভাষায় সংযুক্ত হলেও তিনি সেসব কবির আপাত ও লুকনো প্রভাব ছাড়িয়ে আপন মৌলিকতাকে করেছেন সুস্পষ্ট। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র, একাকী ও উত্তর সাধকের বিয়স্থল। “কবি” শব্দের প্রতিটি অর্থ সুধীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনায় প্রমূর্ত। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কাকে বলে ‘সেলিব্রিটি’

তিলোত্তমা মজুমদার

অন্য কোথাও হোক বা না-হোক, কলকাতায় শীত একজন সেলিব্রিটি। তাঁর অপেক্ষায় থেকে ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’ বলে কাব্য লেখেন নগরকবি, তাঁর সম্মানে বর্ষপঞ্জির তারিখ ও হাওয়া -অপিসের বার্তা অনুস,রণে অঙ্গে উষ্ণবাস তুলে স্বেদাপ্লুত নগরবাসী কাজেকর্মে যায়। তাঁকে সাদরে বরণ করা হয়, কাশ্মীরিক শালওয়ালা ও ভূটানি সোয়েটারের কেনাবেচা, নানা উৎসব, ছুটি ও মেলা সাজিয়ে।

শীতের সঙ্গে সঙ্গে সান্তবুড়ো, কেক, ঝলমলে নক্ষত্রমালা ও নকল ঝাউ এখন কম সেলিব্রিটি নয়। তালিকা তৈরি করতে বসলে দুর্গাপুজোর ফর্দ হয়ে দাঁড়াবে। তবে শীতে যথার্থ সেলিব্রিটি কি না— এ নিয়ে তর্কের অবতারণা হলে ‘হীরক রাজার দেশে’-র সেই রঙিন ঘেরাটোপে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে হবে জীর্ণ, শীর্ণ, নিঃস্ব, ঘরহারাদের। কারণ তাঁদের কাছে উৎসব বলতে আগুন জ্বালার সামান্য কিছু উপকরণ, গাচের ডাল, ডিমের বাক্স, ফেলে দেওয়া টায়ার। আগুন নিভে গেলে এই স্বপ্নবাস মহানাগরিক সেলিব্রিটি শীত ক্রমশ কামড়ে ধরে নিরীহ ত্বক। রুগ্‌ণ ও পীড়িত দেখলে মনে হয়, শীত কি সত্যি সেলিব্রিটি -ফেলিব্রিটি , না কি শুধু সেলের -টেলেব?

আপাতদৃষ্টিতে শব্দ দু’টির অর্থ এক হলেও প্রয়োগিক ব্যবহারের এরা ক্রমশ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। সেলিব্রিটির বাংলা মোটের উপর বরণীয় ও সম্মাননীয়। ‘সেলেব’ যেন ততখানি উঁচু আসনের দাবিদার নয়, সেলের অতিপরিচত মুখ, কৃতী নয়। আসলে এই বিভাজনের কোনও প্রয়োজনই হত না যদি সেলিব্রিটি শব্দটির প্রতি যথেচ্ছচার করা না হত। সারা বিশ্বে এই শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। এবং, অনেক ভাষাতেই অভিধানে অন্তর্ভুক্ত। সেই সঙ্গে বিপুল জনসংখ্যার দ্বারা শব্দটির অতিব্যবহার প্রায় সমসংখ্যক মানুষকের ক্লান্ত ও বিরক্ত করে তুলেছে। হতাশ করছে— এমনটাও বলা যায়। কারণ জগতে বেহুঁশ ও সচেতন উভযরকম মানুষ সহাবস্থান করে। পলে, সেলিব্রিটি যার মধ্যে আছে একদরের মুড়ি ও মুড়কি আছে বহুলতা। রাজার রাজত্বে আমরা বসাই রাজা-র অন্তর্নিহিত অর্থটি ধরতে না পেরে যদি আপাত অর্থটি নেওয়া হয়, তাহলে সে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা আসার সম্ভাবনা, ঠিক সেই বিশৃঙ্খলা একন সেলের দু’নিয়ায়। সেখানে অনেকগুলি প্রশ্ন একাদিক্রমে এসে যায়। সেলিব্রিটি কে, কেন, কীভাবে।

অভিধানিক অর্থে তিনিই বরণীয় ও সম্মাননীয়, যাঁর সমাজে শুভঙ্কর অবদান আছে। কালে কালে দাঁড়াল, খ্যাতি ও যশ যাঁর, তিনিই সেলিব্রিটি। সেই অবদি পৌঁছেও খুব অসুবিধা ছিল না, কারণ তিন-চার দশক আগেও যশঃপ্রাপ্ত কোনও অবদানের অপেক্ষক ছিল। এখন যশ কয়েকটি ক্লিকের বিথর দিব্য বিরাজ করে। বৈদ্যুতিন সামাজিক মাধ্যমগুলির ক্ষমতা সেলিব্রিটির মঞ্চ পুরোপ্রেক্ষাগৃহে সম্প্রসারিত করেছে। গুড়াগুণ বিচারের প্রয়োজন নেইষ সত্যাসত্য যাচাইয়ের আবশ্যকতা নেইষ পরিণতি ভাবনার দায়িত্ব নেই, কোনও বিশেষ দক্ষতা বা পারঙ্গমতার জন্য আবশ্যক সাধনার উপলব্ধিও নেই, হাতের কাছে নিমেষে লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছনোর উপকরণ অস্বভাবিক তাৎক্ষণিখতার প্রবণতা তৈরি করেছে, যা উৎকর্ষের বৈরী। শিক্ষণ, সাধনাও ধৈয্য না থাকলে উৎকর্ষ অধরা। অবোধ মানবকের হাতে লাউডস্পিকার দিলে তারা যেমন যা খুশি বলে নিজ-স্বরের বিবর্ধিথ ধ্বনি শুনে আমোদ লাভ করে, এ অনেকটা সেরকম। মানুষের মধ্যে যে আত্মমুগ্ধতার জীবণু থাকে, যাকে বলে ‘নার্সিসিজম’, তা ক্রমে হয়ে ওঠে দানবীয়। এর ফলে সবদিকের ক্ষতি। শূন্যকুম্ভে যশ যেমন সৃজনশীলতার শত্রু, তেমনই সমাজরে শত্রুও বটে। সবচেয়ে বড় শত্রু প্রকৃতার্থে সেলিব্রিটি-র ব্যবহার বাহুল্যে যে মুকুট অবমূল্যায়িত বা নিরর্থক হয়েছে। সত্যিকারের আদর্শ ও নায়কত্ব একাকার হয়ে যাচ্ছে সবাই চেনে এমন মুকেশ সঙ্গে।

অবদানের সঙ্গে গুলিয়ে যাচ্ছে অবস্থান। এই প্রবণতা বৈদ্যুতিন সামাজিক মাধ্যম প্রায় অপ্রতিরোধ্য করেছে, কিন্তু সে আসার অনেক আগে থেকে দায়ী অন্যান্য গণমাধম্যম ও বিজ্ঞাপনের দুনিয়া। দায়ী লুব্ধ ব্যবসায় ও দুষ্ট রাজনীতির চক্র। মানবজাতির মধ্যে অল্পবিস্তার ব্যক্তি আরাধনার প্রবণতা থাকেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেই মানসিকতা ব্যবহার করে। যেমন রাজনীতি চায় এক বা কতিপয় আদর্শ মুখ। গণ-আবেগ যাতে সেই মুখের প্রতি ধাবিত হতে থাকে তার জন্য প্রকৃত অবাদ্রদনের চেয়ে অনেক বেশি প্রচত্রারও বিজ্ঞাপনী পরিকল্পনা কোনও ব্যক্তির প্রতি নির্ভরতা গণসম্মোহনের পর্যায়ে নিয়ে যায়। সেই মিথ্যা দিয়ে গড়া মহাসেলেব। একসময়ে জনজীবনে হতাশা ও অবিশ্বাস আনে। বরণ ও সম্মান তার মহিমা হারায়। একইভাবে খ্যাতি-পূজার প্রতি ধাবমান মানবমন ব্যবহৃত হয় বাণিজ্যিক দুনিয়ায়। ধরা যাক, কোনও প্রসাধনী বিজ্ঞাপনের মডেল যশোলাভ করে সেলিব্রিটি হলেন। আবার বিজ্ঞান, চিকিৎসা বা কলাবিভাগে অবদানের জন্য কেউ সেলিব্রিটি। গণ-মনে মডেলের আবেদন হবে অনেক গুণ বেশি, কারণ ব্যবসায়িক পদ্ধতি অনুযায়ী মডেলকে বিজ্ঞাপিত করে একেবারে অনুকরণীয় করে ফেলা হবে, আর কে না জানে, সৃজনের তুলনায় অনুকরণ সহজসাধ্য। ওই একই ব্যবসায়ের কারণে গণমাধমগুলি এবং সমাজের নানা প্রতিষ্ঠান মডেলকে প্রাধান্য দেবে, বহু অর্থ দক্ষিণা নিয়ে মজেল খুঁটিপুজো করবেন, খুঁটি ও আহ্লাদিত হবেন যে তাঁরই জন্য খ্যাতি স্বয়ং উপস্থিত এবং খ্যাতির টানে জনগণ।

লাভালাভের হিসাব কষে না বলে দাবি করে যে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, তাঁরাও অনুদান সংগ্রহার্থে ব্যবহার করেন, পরিচিত মুখ তাই সেলেব দেয়। এখানে মডেলের সামাজিক অবদান আলোচনায় আসবে না, কারণ খ্যাতিপূজার রোগলক্ষণ সৃজন, গবেষণা, সমাজকল্যাণ ইত্যাদির সঙ্গে শুদ্ধ পেশাগত উপস্থঅপনা একাকর করে দিয়েছে। এই আত্মপ্রতচারণা চলছে তো চলছেই। একজন বিশুদ্ধগণিথ গবেষক ও পণ্ডিত, সারা বিশ্বেই, সহজে অনুদান পান না, কিন্তু ফিল্ম, খ্যাশন ও গ্ল্যামার দুনিয়ায়, অর্থাৎ বিনোদনের জন্য সমাজ উপুড়হস্ত।

সৃষ্টি নইলে জগৎ অচল। কিন্তু মৌলিক অবাদ্রদনের চেয়ে সবসময় বড় হয়ে যায় অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরের ঢক্কানিনাদ। এর ঔজ্জ্বল্য এমনই চোখধাঁধানো যে সব কিছুই মনে হয় সহজলভ্য, সহজসাধ্য,। মানুষ বিশ্বস করতে থাকে ওই কৃত্তিম আলোয় সুসজ্জিত মঞ্চ ও বিজ্ঞাপনী দুনিয়ায় পৌঁছনোর মধ্যেই সার্থকতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় মঞ্চে পৌঁছনোর কঠিন পথ অনতিক্রম্য হলে আহত আত্মাভিমান ও অ আত্মসর্বস্বতা বানিয়ে নেয় এক আত্মনোহকেন্দ্রিক কৃত্রিম সেলিব্রিটি বোধ। যা আসলে তিক্ততা, হতাশা, উদ্বেগ ও মনঃ ক্লেশের কারণ। একালে বৈদ্যুতিন সামাজিক মাধ্যম যে দূষিত আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে নিরন্তর। আসতে গভীর আত্মপরিচয় সংকট। মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের ভাবার কথা, আমি কে নয়, আমি কী। কিন্তু এখন সেলিব্রিটির হুজুগ সবাইকেই আমি কে বোধে আচ্ছন্ন করে দেয়। চারটে কবিতা লিখে, ফেসবুক-টুইটার-ইনস্টাগ্রাম করে কেউ নিজেকে ‘সেলিব্রিটি কবি’ বলে দাবি করে, সেলেফোনে তিনটে শালিখের ঝাগড়া ভিডিও করে দাবি করে নিজে ফিল্মমেকার, গণসমাবেশে মাথা ফাটলে অতি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী রাতারাতি হয়ে উঠতে পারে সেলেব, সেলেব থেকে জননেতৃত্বের কঠিন পথ একলম্ফে পেরিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। সেখান কোথাও অবদান বা দক্ষতা বিবেচ্য নয়, শুধু একটু ব্যান্ডেজ আর টিভিতে জায়গা পাওয়া। অনেকসময় পরিবারে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনাবলেও সেলেব ওয়া যায়। অর্থাৎ আত্মপ্রকাশেণ সুলভ মঞ্চ কখনও ঔৎকর্ষের সঙ্গে সমানুপাতিক নয়। যেহেতু সমাজ, রাজনীতি, ব্যবসায়, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, সেহেতু একের সুস্ক্রিয়া অপরকে প্রভাবিত করে। যেমন ব্যবসায়তি বা প্রতিষ্ঠানিক স্বার্থে তৈরি হয় স্বপ্ন দক্ষতাকে ফাঁপিয়ে দেখানো শ্রেষ্ঠত্ব ও সেলেব ভাবমূর্তি। গান, ছবি, সাহিত্য, অভিনয়— যে কোনও দিকেই তা হতে পারে, এমনকী, বিজ্ঞান গবেষণা চিকিৎসা জগতেও। এর মধ্যে নিঃশব্দ দেওয়া নেওয়া চলতে থাকে। প্রতিষ্ঠান ও সিউডো সেলেব পরস্পরকে ততদিন ব্যবহার করে চলে যতদিন না জনমানস বিজ্ঞাপনের সম্মোহন ভেঙে প্রকৃত যোগ্য প্রতিভার সন্ধানী হয়। ইদানীং বহু প্রতিভা জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতো উদিত হয়, হয়ে ওঠে আইডল, সেলিব্রিটি, বিজ্ঞাপনী মডেল। তারপর? তার আপর পর নেই, নেই কোনও ঠিকানা। ব্যতিক্রম থাকে তাঁরাই কালের ছাঁকনিতে আলাদা হয়ে যাওয়া সত্যিকারের শ্রেষ্ঠ। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

হেপাটাইটিস ফাইন্ডেশন অব ত্রিপুরার কর্মমকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। ছবি ঃ নিজস্ব

দামোদরের নদের চর দখল করে অবাধে চলছে পোস্ত চাষ, ড্রোন দিয়ে নজরদারি আবগারি ও পুলিশ প্রশাসনের

দুর্গাপুর, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) জবরদখলের হাত থেকে রেয়াত পেল না আস্ত নদীর চর। নদীর দুই তীর দখল হয়েছে অনেক আগেই। বসবাসের সঙ্গে চলছে চাষবাস। এবার নদীর মাঝে চরও জবরদখলের কব্জায়। আর ওই নদীর চরে চলছে অবাধে পোস্ত চাষ। চর দখল হওয়ায় বদলে যাচ্ছে নদীর গতিপথ। এমনই নজিরবীহিন ঘটনাটি দামোদর নদের ওপর। পোস্ত চাষের খবর পেয়ে নড়ে চড়ে বসল বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন ও আবগারি দফতর। বৃহস্পতিবার দামোদরে চরে ড্রোন দিয়ে এরিয়াল সার্ভে করল আবগারি ও পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে।

বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমান দুই জেলার সীমানা দামোদর নদ। নদের উপকূলবর্তী চরে বালিমাটির উর্বরতায় চাষাবাদের অন্যতম ভূমি। আর তাতেই গড়ে উঠেছে একাধিক মানাচর। নদীর চরে চলছে আলু, পেঁয়াজ, বেগুন, মুলো, গাজর, ফুলকপি, বাঁধাকপি সহ একাধিক সব্জি চাষ। অর্থনৈতিক সাফল্যের দিশা দেখাচ্ছে মানাচরের চাষাবাদ। আর ওই চাষাবাদ দেখে নদীর চরে জবর দখল বাড়ছে। গড়ে উঠছে জনবসতি। বর্ষার প্লাবনকে তোয়াক্কা না করেই চলছে বসবাস। আবার সম্প্রতি একশ্রেনীর জমি মাফিয়া ওইসব জমি কব্জা করতে ময়দানে নেমেছে। কোথায় বিকোচ্ছে চড়া দামে। আবার কোথাও পোস্ত চাষে ঝোঁক বাড়ছে। দামোদরের মাঝে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের অধিনে বেশ কয়েকটি চর তৈরী হয়েছে। গত কয়েকবছর ধরে চরের আয়তনও বেড়েছে। গজিয়ে গাছপালাও সাবলম্বি হয়েছে। এবার ওইসব চর জমি মাফিয়াদের জবরদখলের কব্জায়। শীতকালিন সব্জি চাষের পাশাপাশি নির্জন ওইসব চরে পোস্ত চাষ শুরু হয়েছে। দুর্গাপুর লাগোয়া হলেও ভৌগলিক মানচিত্র নদীর চর বাঁকুড়া জেলার আওতায়। ওইসব চরে যাওয়ার উপায় নৌকা। এছাড়াও মেজিয়া ব্লকের জপমালি, বিহারী মানা, শ্রীরামপুর মানা সহ বেশ কিছু নদীর চরে অবাধে চলছে পোস্ত চাষ। পোস্তর দানা যেমন মূল্যবান। তার থেকেও পোস্তর খোলা ও তার আঠাও আরও বেশী মূল্যবান। যা মাদক হিসাবে ব্যাবহৃত হয়। আর বেশী মুনাফার আশায় নদীর চরকে একমাত্র পোস্ত চাষের ক্ষেত্র তৈরী করেছে একশ্রেনীর অসাধু চাষী ও মাফিয়ারা। এছাড়াও রানীগঞ্জ, দুর্গাপুর শিল্পশহরের বুকে ২ নং জাতীয় সড়ক চলে যাওয়ায় অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্র রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের লরি যানবাহন যাতায়াতে পাচারকারীদের পোস্তর খোল ও আফিম পাচারের সুবিধা হয়ে উঠেছে। স্বল্প সময়ে মুনাফার আশায় নদীর চরে গোপনে চলছে পোস্ত চাষ। দামোদরের দুর্গাপুর লাগোয়া চর থেকে মেজিয়া পর্যন্ত কয়েক'শ বিঘা জমিতে পোস্ত চাষ হয়েছে। সপ্তাহখানেক পর ওইসব গাছে ফুল আসবে। তারপর পোস্তর ফল বা ভাট তৈরীর পর তাতে ব্লেড দিয়ে চিরে দেওয়া হয়। এবং কয়েকদিন পরই ওইসব ফল থেকে আঠা বের হয়। যা মাদক হিসাবে ব্যাবহৃত হয়। এবং তার বাজার মূল্য কয়েক হাজার টাকা কেজি। মাদক তৈরী হওয়ায় সরকারি অনুমতি ছাড়া পোস্ত চাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবগারি দফতর সূত্রে জানা গেছে, এনডপিএস অ্যাক্ট -১৮ মোতাবেক পোস্ত চাষ বে- আইনী। ধরা পড়লে ১০-২০ বছরে জেল ও আদালতের নির্দেশ অনুসারে জরিমানা হতে পারে। যদিও এরাজ্যে অনুমোদিত পোস্ত চাষের ক্ষেত্র নেই। প্রশ্ন, তারপরও কিভাবে সরকারি জমি দখল করে চলছে পোস্ত চাষ? যদিও পোস্ত চাষের খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসেছে বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ড্রোন দিয়ে মেজিয়া ব্লক এলাকায় দামোদর নদে চর এরিয়াল সার্ভে শুরু করে।

বাঁকুড়া জেলা আবগারি দফতরের সদর রেঞ্জ ডেপুটি কালেক্টর বিশ্বজিৎ ভক্ত জানান,' দমোদরের ওই চরে পোস্ত চাষের খবর পাওয়ার পর অন্যান্য বছরের মত সার্ভে শুরু হয়েছে। আবগারি দফতর, পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথভাবে ১০-১২ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ড্রোন দিয়ে এরিয়াল সার্ভে করা হয়েছে। কিছু জায়গায় পোস্ত চাষের ছবিও পাওয়া গেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ওইসব পোস্ত গাছ নষ্ট করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘুঘুর বাসার মালিক, সবচেয়ে বড় রোজগারের ক্ষেত্র : অভিযোগ অধীরের

মুর্শিদাবাদ, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘুঘুর বাসা'। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী বৃহস্পতিবার এভাবেই কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

গঙ্গাসাগরের প্রশাসনিক বৈঠকে বুধবার ফেলে রাখা কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে বলে সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীদের নির্দেশ দেন মমতা। তিনি মন্তব্য করেন, "ভূমি দফতর ঘুঘুর বাসা। এটাকে ভাঙতে হবে।" এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁকে পাল্টা বিঁধলেন অধীর। মমতার 'ভূমি দফতরে ঘুঘুর বাসা' প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ঘুঘুর বাসার মালিক। আমি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে একটা জিনিস আনতে চাইছি। ২০০৭ থেকে ২০০৮ সালের যখন ই-গর্ভনেন্স শুরু হয়েছে বাংলায়, সেই সময় যারা জমি রেজিস্ট্রি করেছিলেন তাঁরা এখন দলিল পাচ্ছেন না।"

তিনি যোগ করেন, "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু ভূমি দফতর আপনার অধীনে, তাই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, বাংলা জুড়ে মানুষ অনিশ্চিয়তায় ভুগছে। কারণ বৈধ কাগজপত্র নেই। সেই সময় বাংলার মানুষ জমি কেনা বেচা করেছে, ই-গভর্নেন্স জন্য দলিল পাচ্ছেন না।" এরপর অধীর বলেন, "ঘুঘুর বাসা আছে, দিদি অনেক পরে জানলেন। এই রকম ঘুঘুর বাসা প্রতিটি দফতরে, ঘুঘুর বাসা ছাড়া কোনও সংস্কৃতি নেই। এখানকার সরকার পার্টি দফতরের একটাই স্লোগান, 'পয়সা ফেক, তামাশা দেখ। ঘুঘুর বাসা যত কম থাকে, তত ভাল। পশ্চিমবঙ্গ মুখ্যমন্ত্রীর দেরিতে হলেও বোধদয় হয়েছে।"

এখানেই থামেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর কটাক্ষ, "ভূমি দফতর আপনার সবচেয়ে বড় রোজগারের ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গ জমি কেনা-বেচা খরচ বাড়ছে, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য বাড়ছে না। সেটা আপনার দেখা দরকার। আর আপনার ঘুঘুর বাসা ও ঘুঘুর বাসায় যারা কাজ করতে আসে তাদের জিজ্ঞেস করবেন, আপনার রাজ্য রোজগার করতে পারে না। তাই মদ বিক্রি করে, জমি কেনা বেচায় ও লটারি বিক্রি করে রোজগার করতে হয়। ডিজেল-পেট্রোলে রোজগার করতে হয়। পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে রেশন কার্ড থাকলে ২৫ টাকা দাম কমিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে বেশিরভাগ বেকার বেকার যুবকের মোটরসাইকেল আছে। আপনি কি কিছুই দেবেন না, শুধুই নেবেন?"

তাইওয়ানের আন্দোলন দমন করতে ফের কড়া হুঁশিয়ারি চিনের

বেজিং, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): তাইওয়ানের স্বাধীনতাকামীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিল চিন। যদি তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে, লালরেখা অতিক্রম করে তাহলে আমরা অবশ্যই কড়া পদক্ষেপ করব। এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছে চিনের তাইওয়ান বিষয়ক দফতর। বরাবরই তাইওয়ানকে নিজেদের অংশ হিসেবে দাবি করে এসেছে বেজিং। তবে চিনের মসনদে শি জিনপিং বসার পর থেকেই আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে কমিউনিস্ট দেশটি। একাধিকবার জোর করে তাইওয়ান দখলের কথাও বলেছেন প্রেসিডেন্ট শি। গত দু'বছরে ক্রমশ বেড়েছে সেই অস্থিরতা। আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিল চিনের তাইওয়ান বিষয়ক দপ্তরের নয়া বিবৃতি। দফতরের মুখপাত্র মা শিয়াওগুয়াং সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, "যদি তাইওয়ানের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করে, লালরেখা অতিক্রম করে তাহলে আমরা অবশ্যই কড়া পদক্ষেপ করব।" চিনের এই হুঁশিয়ারির পালটা দিয়েছে তাইওয়ান। তাদের জবাব, চিন যেন বুঝেসুনে সঠিক ভাবে পদক্ষেপ করে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী চিউ কুও-চ্যাং কয়েকদিন আগেই দাবি করেছিলেন যে ২০২৫ সালের মধ্যে দ্বীপরাষ্ট্রটি দখল করতে প্রবল যুদ্ধ শুরু করবে চিন। পরিস্থিতি যে ক্রমশ সেই দিকেই যাচ্ছে, তা ফের যেন পরিষ্কার হল বেজিংয়ের সাম্প্রতিক হুঁশিয়ারিতে।-হিন্দুস্থান সমাচার

বর্ধমানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস, আহত ১২জন যাত্রী

গলসি, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের আউশ গ্রামের বাবুরবান্ধ বাসস্ট্যান্ড মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১২জন যাত্রী। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি গলসির পারাজ থেকে বোলপুরের দিকে যাচ্ছিল। বাসটিতে প্রায় ২০ জন ছিলেন। পথে বাবুরবান্ধ বাসস্ট্যান্ডের কাছে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। বাসের চাকা কাদায় পিছলে পালটি খেয়ে পাশের ধানের জমিতে উলটে যায়। খবর পেয়ে আউশগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে বন নবগ্রাম ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কাছাড়ের ফুলবাড়িতে বহু লক্ষ টাকার বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত কাটিগড়া পুলিশের

কাটিগড়া (অসম), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বেআইনি কার্যকলাপ তথা চোরাচালানের বিরুদ্ধে কাটিগড়া পুলিশের অভিযানে একের পর এক সফলতা সামনে আসছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে বার্মিজ সুপারি ও কয়লাবোঝাই বহুসংখ্যক ট্রাক আটক করেছেন ওসি নবকুমার শইকিয়া। একইভাবে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কাছাড় জেলার সীমান্তবর্তী কাটিগড়া থানার ওসি ইন্সপেক্টর নবকুমার শইকিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী বৃহস্পতিবার ভোররাতে ফুলবাড়ি দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণের বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে। ওসি ইনসপেক্টর নবকুমার শইকিয়া জানান, বুধবার শেষরাত তথা আজ ভোররাত প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ ফুলবাড়ি দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে একটি নম্বরবিহীন অটোরিকশায় তালাশি চালিয়ে কয়েকটি ব্যাগের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট পাওয়া যায়। অটোরিকশার পাশেই এএস ০১ জিসি ৮৪৫৫ নম্বরের অপর এক ট্রাকে তালাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি ব্যাগ থেকে প্রচুর পরিমাণের বিদেশি সিগারেট উদ্ধার করেছেন তাঁরা। মোট ৫০০ প্যাকেটের মধ্যে ১২টি করে মোট ৬ হাজারটি সিগারেট পাওয়া গিয়েছে। কোরিয়া ও লন্ডনে তৈরি সিগারেট সহ অটোরিকশা এবং ট্রাকটি কাটিগড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে বাজেয়াপ্তকৃত বিপুল সংখ্যার বিদেশি সিগারট পাচারে জড়িত কোনও ব্যক্তিকে আটক করতে পারেনি পুলিশ, জানান ওসি শইকিয়া।ওসি জানান, বাজেয়াপ্তকৃত বিদেশি সিগারেটগুলোর বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা হবে। পুলিশ এই বৃহৎ সংখ্যারর বিদেশি সিগারেট পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের হদিশ বের করতে তদন্ত জারি রেখেছে।

করিমগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ : বিধায়ক কমলাক্ষকে কড়া জবাব মিশন দাসের

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : স্বাধীনতা পরবর্তী ৫৩ বছর দেশের শাসন ক্ষমতায় থেকেও করিমগঞ্জের জন্য মেডিক্যাল কলেজ কেন, অন্য কোনও বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সদর্থক ভূমিকা নেয়নি কংগ্রেস। নিজে বিধায়ক সহ সংসদীয় সচিব থাকার পরও এই জেলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কোনো প্রকল্প মঞ্জুর করিয়ে আনার ক্ষমতা হয়নি। অথচ ভাবখানা এমন যেন, সমগ্র জগৎ-সংসার জয় করে এনেছেন। জেলা বিজেপি নেতাদের নিয়ে সাম্প্রতিককালে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের নানা অপ্রীতিকর মন্তব্যের এভাবেই পাল্টা জবাব দিলেন চারবারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস।

আজ বৃহস্পতিবার জেলা বিজেপির সদর কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিশন দাস আরও বলেন, করিমগঞ্জের জন্য মেডিক্যাল কলেজ বিজেপি সরকার মঞ্জুর করেছে। তাই এই প্রকল্পটি কীভাবে বাস্তবায়িত করা হবে, এ নিয়ে বিজেপি পরিচালিত সরকারই চিন্তা করবে। জেলাবাসী উপকৃত হবেন, এমন স্থানেই মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্যে নিজের দলের সরকার থাকার পরও, করিমগঞ্জের জন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ অত্যন্ত প্রয়োজন, সেই ভাবনাটাই ভাবতে পারেননি কমলাক্ষ। তাই মেডিক্যাল কোথায় স্থাপন হবে, কীভাবে হবে? এ নিয়ে কমলাক্ষকে অযথা চিন্তা না করার পরামর্শ দিয়েছেন মিশনরঞ্জন দাস।

কমলাক্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কি, কোন ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী, আর কার পদলেহন করে রাজনীতিতে এন্ট্রি নিয়েছেন, এ সব কারও অজানা নয় বলেও সাংবাদিক সম্মেলনে কটাক্ষ করেন মিশনবাবু। তিনি বলেন, আমি কারও সুপারিশে বা কারও পদলেহন করে রাজনীতিতে আসিনি। তাই কার মেরুদণ্ড শক্ত আর কার মেরুদণ্ড খোকলা তা আর বলে বোঝাতে হবে না।

কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার আগে ঠিকানা ছিল কাটলিছড়া এবং হাইলাকান্দিতে। এ কথা সকলেই ভালো করে জানেন। সুতরাং জেলা বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার আগে নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখে নিতে কমলাক্ষকে পরামর্শ দিয়েছেন মিশন দাস। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার আগে নিজের পূর্বপরিচয় সম্বন্ধে পুনরায় একবার রোমন্থন করতে কমলাক্ষের প্রতি আবেদন জানান তিনি।

বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বিগত কিছু দিন থেকে যেভাবে সরকার ও জেলা বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে আসছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। বিজেপি হঠাৎ করে ক্ষমতায় আসেনি। সমাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দায়বদ্ধতার কারণেই আজ কেন্দ্র ও রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন করা হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেস শাসনামলে চাকরির ক্ষেত্রেই হোক আর সরকারি প্রকল্পের ক্ষেত্র, দুর্নীতির এখ বিশাল ইতিহাস রচনা হয়েছিল। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি নিশ্চিত হয়েছে। কংগ্রেস আমলে তো চাকরি বাজারে বিক্রি হয়েছে। যোগ্যতার কোনও বালাই ছিল না। পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে এক ধরনের শিক্ষকদের নিয়োগপত্র বিক্রি করা হত। সাহস থাকলে কমলাক্ষ চ্যালেঞ্জ করুন। পাঁচ বছর ধরে কারাবন্দি রাকেশ পালকে এপিএসসি-র চেয়ারম্যান পদে কারা বসিয়েছিল। তাঁর সময়ে কাদের চাকরি হয়েছে, কীভাবে হয়েছে এ সব কথা কি কংগ্রেসিরা অস্বীকার করতে পারবেন?

মিশনরঞ্জন দাস সাংবাদিক সম্মেলনে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে বলেন, বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিযুক্তি এবং মেডিক্যাল কলেজ ইস্যু নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সর্বদা সমালোচনায় মুখর থাকেন। কিন্তু বরাক উপত্যকার মানুষের সঙ্গে যদি বেইমানি, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি কোনও দল করে থাকে, তা হলে সেই দল হল কংগ্রেসে। ১৯৯৫ সালে রাজ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিযুক্তি জেলা ভিত্তিক ইন্টারভিউর মাধ্যমে করার জন্য বিধানসভায় একটি বিল পাশ হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস সেই বিল রাজ্যপালের কাছে স্বাক্ষরের জন্য পাঠায়নি। যার ফলে বিলটি আইনেও পরিণত হয়নি। নিজের দলের কালো ইতিহাস না জেনে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিজেপিকে দোষারোপ করা কমলাক্ষের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন মিশনবাবু। কংগ্রেসের শিরায় শিরায় বেইমানির রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। রাজ্যে বসবাসরত বাঙালিদের ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে বিজেপি ছেলেখেলা করছে। কমলাক্ষের এই অভিযোগের কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়ে মিশন দাস বলেন, তিনি কয়বার ভাষা আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। 'আমি নিজে ভাষা আন্দোলনে ছিলাম, বন্দুকের নলের সম্মুখে থেকে সংগ্রাম করেছি। গুলি কানের পাশ দিয়ে গিয়ে তবুও সংগ্রাম ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে যাইনি। আজ কমলাক্ষ ভাষা-সংস্কৃতির জন্য কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করছেন?'

মিশন দাস বিধায়ক কমলাক্ষকে প্রতারক ও প্রবঞ্চকের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, নিজের নির্বাচনী হলফনামায় একবার বলছেন তিনি বিএ পাশ। পরের নির্বাচনী হলফনামায় আবার বলছেন তিনি উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ। তাহলে কে প্রতারক তা জনগণ ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, রাজনীতিতে বিরোধী দল যত শক্তিশালী হবে, গণতন্ত্রের ভিত তত মজবুত হবে। তবে শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য নয়, গঠনমূলক সমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ যেভাবে অশ্লীল ও কুরুচিকর শব্দ ব্যবহার করে বিজেপি নেতাদের দোষারোপ করে যাচ্ছেন তা সুস্থ সমাজের জন্য মোটেই কাম্য নয়। কমলাক্ষের এ ধরনের হীন মানসিকতার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানান জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। বলেন ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি করে আসছি। এ ধরনের নেতিবাচক রাজনীতি কখনও দেখিনি। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে দলের একজন দায়িত্বশীল কার্যকর্তা হিসেবে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী ফিরিয়ে দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী তো শুধু দলীয় কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে এই আবেদন রেখেছিলেন। এটা তো কোনও সরকারি নির্দেশ ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানের পর দলীয় প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা সংবাদ মাধ্যমের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। এর পরও মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদনকে নিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ সহ বিরোধী দলের নেতাগণ নানা রসালো কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

করিমগঞ্জে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে কমলাক্ষের উত্থাপিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, কংগ্রেস শাসনামলে কারা, কীভাবে, কীসের বিনিময়ে সরকারি চাকরি পেয়েছেন? সেই কালো অধ্যায়ের রোমন্থন না করাই ভালো। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির দুই উপ-সভাপতি ডা. মানস দাস ও রবীন্দ্র দেব, জেলা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক, দলীয় মিডিয়া কোষের আহ্বায়ক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য।

"প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা"

- রাজ্যে চলতি রবি ফসলের বীমাকরণ কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে। প্রিমিয়ামের হার নিম্নরূপ:-

ফসল	প্রতি কানি প্রিমিয়াম (টাকা)					
	২.৫ কানি পর্যন্ত			২.৫ কানি - ৬.২৫ কানি পর্যন্ত		
	মোট প্রিমিয়াম	কৃষকের অংশ	সরকারের অংশ	মোট প্রিমিয়াম	কৃষকের অংশ	সরকারের অংশ
বোরো ধান	১৬৫.৭০	১০	১৫৫.৭০	১৬৫.৭০	১০০	৬৫.৭০

- নির্বাচিত বীমা কোম্পানী- HDFC-ERGO GIC Ltd.
- স্থানীয় CSC/Bank/বীমা কোম্পানী নির্বাচিত ভেন্ডর (Salasar Services (Insurance Brokers) Pvt. Ltd & Saferisk Insurance Brokers Pvt. Ltd.) এর মাধ্যমে এই বীমা করা যাবে।
- বীমাকরনের শেষ তারিখ : বোরো ধান এবং তরমুজ - ১৫ই জানুয়ারী, ২০২২ পর্য্যন্ত। (রবি মরশুম) আলু, ফুলকপি, বেগুন, টমাটো - ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্য্যন্ত।
- বীমাকরণের জন্য ব্যাঙ্কের পাসবুক, আধার কার্ড, জমির নথিপত্র ও দুই কপি ফটোসহ নিকটবর্তী CSC সেন্টার-/ HDFC-ERGO GIC Ltd. ভেন্ডর এর সঙ্গে যোগাযোগ করুণ।
- HDFC-ERGO GIC Ltd এর State & District Coordinator দের Contact No. :-

Name of District	Name of Coordinator	Mobile Number
State	Suman Bhowmik	9612115357
West Tripura	Rupak Sen Choudhury	9612925331
Sepahijala	Ripan Bhowmik	9612041996
South Tripura	Suman Bhowmik	9612982886
Gomati	Sanjoy Kar	9612243941
	Mrinmoy Bhowmik	7005023806
Khowai	Pritam Deb	8730813809
Dhalai	Gopi Deb	9612032487
	Prasenjit Banik	9402158042
North Tripura	Chiranjib Debnath	8730096066
Unakoti	Pritam Sinha	9612991167

বীমা করতে ইচ্ছুক কৃষক ভাইয়েরা বিস্তৃত জানার জন্য স্থানীয় কৃষি অফিসে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন

ICA-D-1554/2021-22

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোভিশিল্ডের দু'টি পর্বের পরেও ডেল্টার সংক্রমণ ভয়াবহ হচ্ছে, লাগবে বুস্টারও, জানাল গবেষণা

করোনাভাইরাসের ডেল্টা রূপকে রোখার ব্যাপারে কোভিশিল্ড কোভিড টিকা তেমন একটা কার্যকরী হচ্ছে না। টিকার দ্বিতীয় পর্বের তিন মাস পর মানবশরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডিগুলি ডেল্টাকে রুখতে সফল হচ্ছে না। অ্যান্টিবডিগুলির কার্যকারিতা কমে যাচ্ছে ডেল্টা সংক্রমণ রোখার ক্ষেত্রে।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা এই উদ্বেগজনক খবর দিয়েছে।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চিকিতাবিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা ''দ্য ল্যানসেট''-এ। তবে ওমিক্রনের সংক্রমণ রোখার ব্যাপারে দু''টি পর্বের কোভিশিল্ড টিকা কার্যকর হচ্ছে কি না বা কতটা হচ্ছে সে সম্পর্কে কোনও আলোকপাত করা হয়নি এই গবেষণাপত্রে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও আমেরিকার ওষুধ সংস্থা অ্যাস্ট্রাজেনেকা যৌথ ভাবে বানিয়েছে কোভিশিল্ড টিকা। ভারতে এই টিকা বানিয়েছে পুণের সেরাম ইনস্টিটিউট। ভারতে যে দু''টি কোভিড টিকা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে তার একটি কোভিশিল্ড। অন্যটি, কোভ্যাক্সিন। এই গবেষণাটি চালানো হয়েছে স্কটল্যান্ড ও ব্রাজিলে। গবেষকরা দেখতে চেয়েছিলেন, ওই দু''টি দেশে কোভিশিল্ড কোভিড টিকা দু''টি পর্বে নেওয়ার পর ডেল্টার সংক্রমণ কতটা রুখতে পারছেন আক্রান্তরা। তাঁরা দেখেছেন, টিকার দ্বিতীয় পর্বের তিন মাস পরেই মানবশরীরে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডিগুলির কার্যকারিতা উদ্বেগজনক ভাবে কমে যাচ্ছে। তার ফলে, দু''টি পর্বে কোভিশিল্ড টিকা নেওয়া থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই ডেল্টার সংক্রমণ এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠছে যে রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে, এমনকি তাঁদের অনেকের মৃত্যুও হচ্ছে ডেল্টার সংক্রমণে। গবেষকরা তাই কোভিশিল্ডের দু''টি পর্বের পর আর একটি বুস্টার টিকা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষণাপত্রে।

এভারেস্ট থেকে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ, পিরানিজের বায়ুমণ্ডলও ভরেছে প্লাস্টিকে! জানাল গবেষণা

শুধুই জল আর স্থল নয়। প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায় ভরে গিয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও। এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে তা ঢুকে পড়ছে অবলীলায়।

মাউন্ট এভারেস্ট থেকে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ। অথবা ফ্রান্সের সুউচ্চ মঁ ব্লাঁ পর্বতশৃঙ্গ থেকে পিরানিজ পর্বতমালার বায়ুমণ্ডলও ভরে গিয়েছে প্লাস্টিকে।

বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়ারের একেবারে উপরের স্তরেও পৌঁছে গিয়েছে প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা। ট্রপোস্ফিয়ারের একেবারে উপরের স্তরে পৌঁছে গিয়েছে বলে আরও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে প্লাস্টিক। কারণ, বাতাসের গতি সেখানে অনেক বেশি থাকায় প্লাস্টিকের কণাগুলিকে তা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বহু দূরে। ফলে যেখানে যাওয়ার কথা নয় সেখানকার বায়ুমণ্ডলেও মিশে যাচ্ছে প্লাস্টিকের কোটি কোটি কণা।

সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বায়ুমণ্ডলে প্লাস্টিক দূষণের এই ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছে। জানিয়েছে, ট্রপোস্ফিয়ারের উপরের স্তরে পৌঁছে যাওয়ায় প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলি উত্তর আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকা থেকে পৌঁছে যেতে পেরেছে সুদূর ফ্রান্সের পিরানিজ পর্বতমালার বায়ুমণ্ডলে। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের বায়ুমণ্ডলও এড়াতে পারেনি প্লাস্টিকের হানাদারি।

বাতাসে থাকা এই প্লাস্টিক কণা ফুসফুস-সহ নানা ধরনের জটিল রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

গবেষণাটি চালিয়েছেন ফ্রান্সের ন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিএনআরএস)-এর বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখেছেন ৫ মিলিমিটারের চেয়েও কম ব্যাসের প্লাস্টিকের কণায় ভরে গিয়েছে পিরানিজের মতো সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের বায়ুমণ্ডল। সমুপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার ৮৭৭ মিটার উপরে পিরানিজের বায়ুমণ্ডলে প্লাস্টিকের কণা পৌঁছেছে কি না তা দেখতে চেয়েছিলেন গবেষকরা। যে হেতু পিরানিজের বায়ুমণ্ডল ''স্বচ্ছ'' বলে এত দিন ধারণা ছিল বিজ্ঞানীদের। সেখানে ১০ হাজার বর্গমিটারেরও বেশি বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করে গবেষকরা দেখেছেন সব ধরনের প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণায় সেখানকার বাতাস ভরে রয়েছে।

একই অবস্থা মাউন্ট এভারেস্ট, মঁ ব্লাঁ, আল্পসের মতো সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গগুলির।

গবেষকরা এ-ও দেখেছেন, প্লাস্টিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলি ট্রপোস্ফিয়ারের একেবারে উপরের স্তরে পৌঁছে যাওয়ায় বাতাসের ঠেলায় সেগুলি বহু দূরে পৌঁছে যাচ্ছে। সেই ভাবেই উত্তর আফ্রিকা আর উত্তর আমেরিকা থেকে প্লাস্টিকের কোটি কোটি কণা এসে ভরিয়ে দিয়েছে ফ্রান্সের পিরানিজ পর্বতমালার বায়ুমণ্ডল।

বিরল আবিষ্কার! জীবাশ্ম ডিমের ভিতর পাওয়া গিয়েছে ডায়নোসরের ভ্রূণ, অবাক জীবাশ্মবিদরাও

বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানেই রয়েছে চমক। অত্যাশ্চর্য্য সব জিনিস সাধারণ মানুষের সামনে পেশ করেন বিজ্ঞানীরা। এবার তেমনই এক জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যা এর আগে কেউ কখনও দেখেনি। একটি ডায়নোসরের ডিমের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। আর তার ভিতরে গুটিসুটি মেরে রয়েছে ডায়নোসরের ভ্রূণ। দেখে মনে হবে যেন শিশু ডায়নোসর সুরক্ষিত রয়েছে ওই ফসিল বা জীবাশ্ম ডিমের ভিতর।

কিন্তু আদতে ওটি ডায়নোসরের ভ্রূণ। এর আগে এমন কোনও আবিষ্কার বিজ্ঞানীরা করেননি।

নতুন একটি গবেষণা অনুসারে, এই জীবাশ্ম থেরোপড ডায়নোসর এবং তারা যে পাখিদের বিবর্তিত হয়েছে, এই দুইয়ের মধ্যে এক উল্লেখ্যযোগ্য মিল দেখিয়েছে। প্রায় ৭০ মিলিয়ন বছরের পুরনো এই জীবাশ্ম ভ্রূণ। এর নামকরণ করা হয়েছে চিনের একটি যাদুঘরের নাম অনুসারে এই নামকরণ করা হয়েছে। আর সেখানেই রাখা হয়েছে এই বা জীবাশ্ম ভ্রূণটিকে। ডায়নোসরের যে ডিমটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তার খোলসের ভিতরের ৬ ইঞ্চি জায়গায় কুঁকড়ে যাওয়া অবস্থায় ছিল এই জীবাশ্ম ভ্রূণ। এই পর্যায়ে ভ্রূণ দেখতে অনেকটা বর্তমানে পাখিদের মতো লাগে। কিন্তু পাখিদের মতো কিছুটা গড়ন হলেও এই ভ্রূণে ছোট ছোট হাত এবং থাবা দেখা গিয়েছে। বরং ডানা দেখা যায়নি। বা জীবাশ্মবিদদের এই নতুন আবিষ্কার রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে।

জানা গিয়েছেম ডায়নোসরের ডিমের যে জীবাশ্মের হদিশ পাওয়া গিয়েছে সেটি ১৭ সেন্টিমিটার লম্বা। আর তার ভিতরে কুঁকড়ে যাওয়া অবস্থায় ছিল ডায়নোসরের ভ্রূণ। এই ডায়নোসরটি মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত মোট ২৭ সেন্টিমিটার লম্বা। এমনটাই জানিয়েছেন গবেষকরা। পূর্ণবয়স্ক হলে এই ডায়নোসর ২ থেকে ৩ মিটার লম্বা হতো বলে আন্দাজ করছেন ঞ্চখনত্রদ্রদ্রুষ্ঠদ্রনদ্রুক্স্ঠ্ন্-বা। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এ ভাবে ডায়নোসরের ভ্রূণের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা। আর এই প্রথম এমন কোনও ডায়নোসরের ভ্রূণের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, যা একদম সেই ভঙ্গি প্রকাশ করছে যা ছোট পাখিরা ডিম ফোটার সময় অনুসরণ করে থাকে। অর্থাতডানহাতের নীচে থাকে মাথা। একথা জানিয়েছেন জীবাশ্মবিদরা। আইসায়েন্স জার্নালে এই আবিষ্কার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত এক গবেষক ডার্লা জেলেনিতস্কি জানিয়েছেন যে, এই ডায়নোসরের হাড়গুলো খুবই ছোট এবং ভঙ্গুর। এর পাশাপাশি ডার্লা এও বলেছেন যে এই স্পেসিমেন বা নমুনা সত্যিই বিস্ময়কর। কারণ সচারচর এভাবে কোনও জীবাশ্ম দেখা যায় না। ডার্লা এও বলেছেন যে তিনি ২৫ বছর ধরে ডায়নোসরদের ডিম নিয়ে কাজ করছেন। কিন্তু এর আগে কখনও এমনটা দেখেননি। এই গবেষণার পুরোধা ওয়াইসুম মা জানিয়েছেন, ডায়নোসরের ডিমের ভিতর এভাবে সুসজ্জতি অবস্থায় ভ্রূণ থাকতে দেখে অবাক হয়েছেন তাঁরা। পাখির মতো ভঙ্গিতে এই ভ্রূণ আবিষ্কার হয়েছে বলে আরও অবাক হয়েছেন জীবাশ্মবিদরা। নন-এভিয়ান ডায়নোসরদের ক্ষেত্রে এমন ভঙ্গি আগে লক্ষ্য করা যায়নি বলেও জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। জিয়াংসি প্রদেশে পাওয়া গিয়েছে এই জীবাশ্মটি। প্রায় ১০ বছরের জন্য একটি জায়গায় স্টোরেজ হয়েছিল এই জীবাশ্মটি। তবে যখন সেখানে ইংলিয়াং স্টোন নেচার হিস্ট্রি মিউজিয়ামের কর্মীরা বাক্স সাজাচ্ছিলেন তখন তাঁরা এটি খুঁজে পান।

ওমিক্রনের পর কি এল করোনার নতুন রূপ ডেলমিক্রন ? নাকি তার পুরোটাই কল্পনাপ্রসূত ?

ওমিক্রনের পর কি করোনাভাইরাসের আরও একটি রূপ বেরিয়ে পড়েছে? যার নাম ''ডেলমিক্রন''?

সমাজমাধ্যমে করোনাভাইরাসের এই ''নয়া রূপ''টি নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রের কোভিড টাস্ক ফোর্সের সদস্য চিকিতক শশাঙ্ক জোশীর মন্তব্যের পরেই।

শশাঙ্ক বলেছিলেন, ''''ইউরোপ ও আমেরিকায় করোনাভাইরাসের নতুন একটি রূপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে।

কোভিড সম্পর্কিত সমস্ত আপডেট পড়ুন এখানে

তার নাম ডেলমিক্রন। এটির স্পাইক প্রোটিন ডেল্টা ও ওমিক্রন, এই দু''টি রূপের স্পাইক প্রোটিনগুলির মিশেলে গড়া। ডেলমিক্রন এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় ছোটখাটো সুনামি এনেছে।''''

যদিও বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অন্য কোনও মিউটেশনের ফলে ওমিক্রনের পর করোনাভাইরাসের আরও একটি রূপ বেরিয়েছে বলে এখনও পর্যন্ত তাঁদের জানা নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (''হু'')-ও এ ব্যাপারে কিছু ঘোষণা করেনি। জানায়নি আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল (সিডিসি)-ও। ভারতের জাতীয় কোভিড টাস্ক ফোর্স বা ''ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)''-ও এখনও পর্যন্ত ''ডেলমিক্রন'' রূপের কথা ঘোষণা করেনি।

করোনাভাইরাসের শেষ যে রূপটিকে ''ভেরিয়্যান্ট অব কনসার্ন'' বলে নভেম্বরে ঘোষণা করেছে হু, সেটি ওমিক্রন।

তবে বিশেষজ্ঞরা এও জানিয়েছেন, চিকিতক জোশী নিজেও হয়তো ডেলমিক্রন রূপের কথা বলতে চাননি। ডেল্টা ও ওমিক্রন রূপদু''টি ইউরোপ ও আমেরিকায় একই সঙ্গে সংক্রমণ ঘটাচ্ছে, সেই পরিস্থিতিকেই ''ডেলমিক্রন'' নাম দিয়ে হয়তো তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

করোনাভাইরাসের নানা রূপের নামকরণ করা হয়েছে গ্রিক অক্ষর দিয়ে। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হলে ওমিক্রনের পর করোনাভাইরাসের পরের রূপগুলির নাম হতে পারে ''পাই'' বা ''রো'' অথবা ''সিগমা''। ডেলমিক্রন হতে পারে না।

ও দিকে, ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ভারতে ৩০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের জল সম্ভবত এসেছিল মহাকাশ থেকে, এমনটাই বিশ্বাস করছেন বিজ্ঞানীরা

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সবসময়ই বলেন যে মহাকাশ থেকে আমাদের পৃথিবীকে দেখতে লাগে অপরূপ সুন্দর। আর তার মূল কারণ হল পৃথিবীর মধ্যে থাকা এই সমস্ত ওয়াটার বডি অর্থাতসাহর, মহাসাগর এবং আরও অনেক কিছু। আসলে মহাকাশ থেকে পৃথিবীর উপর এই সমস্ত ওয়াটার বডি বোঝা যায় নীলচে রঙের আভায়। সেটাই দেখতে লাগে অপূর্ব।

ইতিমধ্যেই মহাকাশ থেকে নভশ্চরদের তোলা পৃথিবীর অসংখ্য ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। সেইসব মনোমুগ্ধকর ছবি দেখতে গিয়ে একটাই প্রশ্ন বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। পৃথিবীতে এই জল এসেছে কোথা থেকে?

এছাড়াও অনেকেই ভাবেন যে চিরকালই কি পৃথিবী এরকমই দেখতে ছিল? নাকি এখানে ছিল অন্য চিত্র? বলা হয় পৃথিবীর ৭০ শতাংশ জলে পরিপূর্ণ। কিন্তু কোথা থেকে কীভাবে জল এল? এইসব প্রশ্নের উত্তর বহুদিন ধরেই খুঁজে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি একদল ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকের দল বহু পুরনো একটি থিয়োরিই প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে পৃথিবীর মধ্যে থাকা জল ধরিত্রীর বাইরে থেকেই এসেছে। সেই সঙ্গে তাঁরা এও মনে করেছেন যে স্পেস বা মহাকাশ থেকেই পৃথিবীর জলের উত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা এই ধারণাকে সমর্থন জানিয়েছেন যে, ধূমকেতু এবং বরফ গ্রহাণুগুলি সংঘর্ষের ফলে পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার ফলেই পৃথিবীপৃষ্ঠে জলের উতত্তি হয়েছে। অর্থাতজলের উত হয়েছে বা সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ওই ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের দল ২৫১৪৩ জহ্ঠদ্রঞ্চখন্দ্রখ গ্রহাণু থেকে পাওয়া উপাদানের পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আর তারপরেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পৃথিবীর জল এসেছে বাইরে থেকে। ওই বিজ্ঞানীদের দল যে গ্রহাণু নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেটি আবিষ্কার হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। আর এটিই প্রথম গ্রহাণু যেখান থেকে ২০০৫ সালে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পৃথিবীতে আনা হয়েছিল। জাপানি মহাকাশযান 'হায়াবুসা স্পেসক্র্যাফট' দু'বার ওই গ্রহাণুতে অবতরণ করেছিল। সামান্য পরিমাণ ধুলো অর্থাতধূলিকণা ওই গ্রহাণু থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। জাপানের এই স্পেসক্র্যাফট ২০১০ সালে ওই নমুনা পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল।

নেচার জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুসারে বৈজ্ঞানিকরা ওই গ্রহাণুর মধ্যে কিছুটা পরিমাণ জল খুঁজে পেয়েছিলেন। আর এর ফলেই অনুমান করা হয়েছিল যে অন্যান্য গ্রহেও বরফ আকারে জলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই গবেষণা থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তেও এসেছিলেন যে পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা জল সোলার উইন্ড বা সৌর বায়ুর কারণেও আসতে পারে। ওই ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদের কথায় সৌর বায়ুতে থাকা পার্টিকেলগুলি অবশ্যই মেঘের মধ্যে থাকা অক্সিজেন অনুর সংস্পর্শে এসেছিল। আর তারপরই সেটা জল রূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়েছিল।

প্রাণের বিকাশে সিংভূম-যোগ পাচ্ছে গবেষণা

নবজাতকের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাবেন, দৃঢ় অঙ্গীকার করেছিলেন কবি। তাঁর অনেক অনেক আগে, পৃথিবীর বাসযোগ্য হয়ে ওঠার সূচনা পর্বের সঙ্গে সিংভূমের গভীর যোগাযোগ থাকতে পারে বলে জানাচ্ছেন এক দল বাঙালি গবেষক।

সৃষ্টির আদিম যুগে পূর্ব ভারতের সিংভূম এলাকায় ভূমি তৈরির কথা বারে বারেই বলেছেন ভূবিজ্ঞানীরা। সেই সূত্র ধরে ধরিত্রীর আদিকল্পে সিংভূম থেকেই প্রচুর অক্সিজেন তৈরির ইঙ্গিত দিচ্ছেন এক দল বাঙালি গবেষক। গবেষণার ভিত্তিতে তাঁদের দাবি, পৃথিবীর বাসযোগ্য হয়ে ওঠার সঙ্গে সিংভূমের সেই ভূমি-অক্সিজেনের গভীর যোগের সম্ভাবনা প্রবল। এই গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটির গবেষক প্রিয়দর্শী চৌধুরী। দলে আছেন আরও তিন বাঙালি গবেষক সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য, শুভদীপ রায় এবং শুভম মুখোপাধ্যায়। গবেষণাটি আমেরিকার ''প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস''-এ প্রকাশিত হয়েছে।

সিংভূম জেলা এখন ঝাড়খণ্ডে। কিন্তু ভৌগোলিক ভাবে সিংভূম অঞ্চল বললে তা ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকাকে বোঝায়। ভূতত্ত্বের পরিভাষায় যা ''সিংভূম ক্রেটন'' বলে পরিচিত। গবেষকদের দাবি, ওই এলাকা থেকে তাঁরা কিছু পাললিক শিলা খুঁজে পেয়েছেন, যার বয়স প্রায় ৩১০ কোটি বছর। সেই পাথর পরীক্ষা করে তাঁরা বুঝতে পারেন, সেখানে গভীর সমুদ্র ছিল না, বরং সেটা ছিল অগভীর সমুদ্র বা মোহনার মতো কোনও অঞ্চল। এ ব্যাপারে ২০১৪ সালের প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়েরও একটি গবেষণা রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, সিংভূমের সঙ্গে মিল রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার একাংশেরও। এই তিনটি জায়গাতেই ভূমিভাগের সূচনা হয়েছিল বলে গবেষকেরা জানান। প্রিয়দর্শী জানান, ভূমি তৈরি হওয়া এবং তার ক্ষয়ের সূত্র ধরেই অক্সিজেনের উতত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তাঁর মতে, ভূমি তৈরি হলে সেখানে ভূমিক্ষয়ও শুরু হবে। পৃথিবীর আদি অবস্থায় ভূমিক্ষয়ের ফলে তৈরি হওয়া গুঁড়ো গুঁড়ো পাথরের সঙ্গে ফসফরাস গিয়ে পড়েছিল সমুদ্রে। এই ফসফরাস হল জীবন সৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সিংভূমের ভূতাত্ত্বিক অতীত ঘেঁটে দেখা গিয়েছে, সেখানে অগভীর সমুদ্র বা মোহনা ছিল। গভীর সমুদ্রে প্রাণ বিকশিত হতে পারে না, তার বিকাশের জন্য দরকার অগভীর সাগর বা মোহনা এলাকার। ওই এলাকাতেই এক বিশেষ ধরনের ব্যাক্টিরিয়া জন্মেছিল এবং কলোনি তৈরি করেছিল বলেও গবেষকদের দাবি। সেই ব্যাক্টিরিয়াই অক্সিজেনের মূল উতাদক বলে জানিয়েছেন প্রিয়দর্শী। আদতে আসানসোলের বাসিন্দা প্রিয়দর্শী যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্বে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করে জার্মানিতে পিএইচ ডি করতে গিয়েছিলেন। গবেষণার পাট চুকিয়ে তিনি এখন মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো। সেখানেই আছেন গবেষক দলের সদস্য শুভদীপ রায়। সূর্যেন্দু ও শুভম যাদবপুরের প্রাক্তনী। সূর্যেন্দু পাসাডেনার ক্যালিফর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে এবং শুভম দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

এম বি টিলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবিঃ নিজস্ব

উন্মোচিত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শরদিন্দু দাসের 'ইন পারস্যুট অব মাই ড্রিমস' শীর্ষক বই

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্মোচিত হয়েছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শরদিন্দু দাসের 'ইন পারস্যুট অব মাই ড্রিমস' শীর্ষক বই। আজ বৃহস্পতিবার দুপরে স্থানীয় ল্যান্ডমার্ক হেটেলের মিলনায়নে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'ব্যতিক্রম' এবং 'বিকি পাবলিশার্স'-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত শরদিন্দু দাসের বইটি একযোগে উন্মোচন করেছেন পদ্মশ্রী সূর্য হাজরিকা, বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. নির্মলকান্তি ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মনীষা হাজরিকা, ড় ধরণী ডেকা প্রমুখ বিশিষ্টজন।

বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে বইয়ের উন্মোচনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা লেখক তথা শিক্ষাবিদ শরদিন্দু দাসের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য পেশ করেছেন। জীবনপঞ্জি সংবলিত বইটি যথেষ্ট প্রেরণাদায়ক এবং তা সকলকে পাঠ করার আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা।

প্রদত্ত বক্তব্যে প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার ড় সৌমেন ভারতীয়া বলেন, শিক্ষাবিদগণ হচ্ছেন সমাজের পথপ্রদর্শক। একেকজন সফল ব্যক্তির জীবনদর্শন নবপ্রজন্মকে এগিয়ে চলার পথে প্রেরণা যোগায়। শিক্ষাবিদ শরদিন্দু দাস এঁদেরই একজন, যিনি বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাক্ষেত্রে শরদিন্দুবাবুর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এ ধরনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনদর্শন সংবলিত বই প্রকাশ করতে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত বলে মনে করছেন সৌমেন।

'ইন পারস্যুট অব মাই ড্রিমস' শীর্ষক বইয়ের লেখক শরদিন্দু দাসের কন্যা, ত্বক (স্কিন) বিশেষজ্ঞ ডা. রিমা দাস মল্লিক অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, একজন শিক্ষাবিদের মেয়ে হিসেবে তিনি নিজেকে ধন্য এবং গৌরবান্বিত বলে মনে করেন। বলেন, বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ তিনি নিজের স্থিতিতে অটল। হৃদিকা মল্লিকের ওডিশি নৃত্য এবং রাজীব দাসের সত্রিয়ানৃত্যের মাধ্যমে আজকের বই উন্মোচনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটেছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ইন পারস্যুট অব মাই ড্রিমস' শীর্ষক বইয়ের লেখক শরদিন্দু দাস একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাত। তিনি ডিগবয়ের 'লিটিল স্টার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ডিগবয়ে অবস্থিত বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে। পরবর্তীতে তিনি শিক্ষকতা করেন কাছাড়ের উধারবন্দে অবস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (ডায়েট)-এ। চাকরি থেকে অবসর নেন ডিব্রুগড় জেলার চাবুয়ায় অবস্থিত 'ডায়েট' থেকে। তবে আজও তিনি শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। এখনও 'লিটিল স্টার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল'-এর সঙ্গে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রেখেছেন শরদিন্দু দাস।

কামরূপ মেট্রো জেলায় ''সজাগ ভোটার প্রতিযোগিতা'' ৩-৫ জানুয়ারি

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষ্যে নতুন ভোটারদের আকৃষ্ট করতে এবং জনগণের মধ্যে ভোটদানের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের নির্দেশে কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসন একটি ''সজাগ ভোটার প্রতিযোগিতা''র আয়োজন করেছে।

এই ''সজাগ ভোটার প্রতিযোগিতা''র আওতায় সঙ্গীত, নৃত্য প্রতিযোগিতা ছাড়াও ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা দুটি শাখায় যথাক্রমে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ''এ'' বিভাগ এবং স্নাতকের উপর ক্লাসের জন্য ''বি'' বিভাগ। অন্যদিকে ফুটবলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ''এ'' বিভাগে এবং স্নাতক ও তার উচ্চশ্রেণির জন্য ''বি'' বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতাগুলি আগমী ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলি ক্ষেত্রীয়ভাবে সোনাপুর মিনি স্টেডিয়াম, সরুসজাই স্টেডিয়াম, আজারার শ্যামভূমি হাইস্কুল খেলার মাঠ এবং চন্দ্রপুর হাইস্কুলের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এর পর সরুসজাই স্টেডিয়ামে বিজয়ীদের মধ্যে আবার খেলা হবে। এছাড়া ফুটবলের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ডিভিশন ভিত্তিতে কামরূপ মেট্রো জেলা এবং কামরূপ গ্রামীণ জেলার মধ্যে।

এদিকে, কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সম্পর্কে নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন আগ্রহী প্রতিযোগীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনা ১০৮৯ থেকে বেড়ে ২১২৮

কলকাতা, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স) : ক্রমশ বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বুধবার রাজ্যে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছিল। বৃহস্পতিবার এক লাফে তা বেড়ে ছাড়াল দু'হাজারের গণ্ডি। শুধু কলকাতাতেই দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেল। কলকাতাতে বুধবার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে ৫৪০ ছিল, গত ২৪ ঘণ্টায় তা দ্বিগুণের বেশি বাড়ল। রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণের হার ২.৮৪ শতাংশ থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় এক ধাক্কায় বেড়ে হল ৫.৪৭ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, একদিনে ২১২৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। মোট আক্রান্তের মধ্যে ১০৯০ জন কলকাতার, বাকিরা বিভিন্ন জেলার। মৃত ১২ জনের মধ্যে ৪ জন কলকাতারহল বাসিন্দা। বাকি বিভিন্ন জেলার। কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৩১৫ জন। রাজ্যে ফের মাথা চাড়া দিচ্ছে করোনা সংক্রমণ। বাড়ছে করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাও। এরই মাঝে অক্টোবর মাসে খোলা হয়েছে রাজ্যের সব স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু যে ভাবে করোনার গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে তাতে চিন্তা বাড়ছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের।

চিকিৎসকদের মতে, ওমিক্রনে আক্রান্তদের দেহে বিশেষ কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। হালকা জ্বর, গা গরম বা সর্দির মতো উপসর্গ থাকছে, যা ঋতু বদলের সময়ে বেশিরভাগ মানুষেরই হয়ে থাকে। এবারেও তা হচ্ছে। তবে এই ধরনের উপসর্গ থাকলেই চিকিৎসকেরা ঝুঁকি না নিয়ে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নিতে বলছেন।

দুর্ঘটনা রুখতেও ডিমা হাসাও জেলায়ও পুলিশ, পরিবহণ এবং আবগরি আধিকারিকদের ব্যাপক অভিযান

হাফলং (অসম), ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বছরের শেষে যাতে একটি দুর্ঘটনাও সংঘটিত না হয়, সেই লক্ষ্যে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে ডিমা হাসাও জেলায়ও অসম পুলিশ, পরিবহণ এবং আবগরি বিভাগের আধিকারিকরা গোটা পাহাড়ি জেলায় ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। কেউ যাতে মদ্যপান করে গাড়ি না চালায় বা হেলমেট পরিধান না করে মোটর বাইক, স্কুটার না চালায় এবং পথ সুরক্ষা ও ট্রাফিক বিধি মেনে চলে তা নিয়ে ব্যাপক সজাগতা অভিযান শুরু করেছে।

গত ১ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় ট্রাফিক আইন না মানায় মোট ৫০১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া তিনজনের ড্রাইভিং লাইসেন্স তিন মাসের জন্য বাতিল করেছে পরিবহণ দফতর। এছাড়া ২৫ ডিসেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত হাফলং শহরে হেলমেট পরিধান না করে মোটর সাইকেল ও স্কুটার চালানোর দায়ে ১২৪টি মামলা দায়ের করেছে জেলা পুলিশ।

এভাবে হাফলং শহরে মদ্যপান করে গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধেও ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। হাফলং থানার ওসি রঞ্জিত শইকিয়া জানিয়েছেন, ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্রাফিক বিধি ভঙ্গের দায়ে বহুজনকে জরিমানা করা হয়েছে। তাছাড়া ১৮ বছরের নীচে যাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই এমন কাউকে পেলেই তাদের অবিভাবক বা গাড়ির মালিককে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করার পাশাপাশি মামলা দায়ের করা হবে। এমন-কি অবিভাবক বা গাড়ির মালিকের হাজতবাস হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ওসি রঞ্জিত শইকিয়া সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়া ৭.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

জাকার্তা, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়া ৭.৩ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলের মালাকু প্রদেশের বরত দায়া দ্বীপপুঞ্জে এ ভূমিকম্প আঘাত হানে বলে জানা গেছে।শক্তিশালী ভূমিকম্পে ওই দ্বীপপুঞ্জে জারি করা হয়েছে উচ্চ সতর্কতা। যদিও আশপাশের দ্বীপগুলোতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। এছাড়া এখনও ভূমিকম্পে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (৩০ ডিসেম্বর) মালাকু প্রদেশের বরত দায়া দ্বীপপুঞ্জে এ ভূমিকম্প আঘাত হানে। ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল ২০০ কিলোমিটার। বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে দ্য গার্ডিয়ান। বৃহস্পতিবার গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে ইউরোপীয় ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্রের (ইএমএসসি) বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল ২০০ কিলোমিটার। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা একই তথ্য জানিয়েছে। ওই দ্বীপপুঞ্জে জারি করা হয়েছে উচ্চ সতর্কতা। যদিও আশপাশের দ্বীপগুলোতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি। এছাড়া এখনও ভূমিকম্পে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে গত ১৪ ডিসেম্বর একই মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে। তখন সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। যদিও সেসময় কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে ৯ দশমিক ১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর সুনামি আছড়ে পড়ে। এতে ওই অঞ্চলে দুই লাখ ২০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। যা ছিল দেশটির ইতিহাসে ভূমিকম্পে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাণহানির ঘটনা। ইন্দোনেশিয়ায় ঘন ঘন ভূমিকম্প হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। কারণ দেশটি রিং অব ফায়ার এবং আল্পাইড বেল্টের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্প অঞ্চল হিসেবেও এটির পরিচিতি রয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মানবাধিকার সংস্থা মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল বন্ধের নির্দেশ দিল রাশিয়ার সুপ্রিম কোর্ট

মস্কো, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): রাশিয়ায় বন্ধ হচ্ছে সবচেয়ে পুরন এবং সুপরিচিত মানবাধিকার গোষ্ঠী মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল। জানা গেছে, সংস্থাটি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। সোভিয়েত আমলে নিপীড়িত, কারাবন্দি ও মৃত্যুদণ্ডে প্রাণ যাওয়া মানুষদের নিয়ে কাজ করে আসছে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মানবাধিকার গোষ্ঠী।

চলতি বছরের নভেম্বরে রাশিয়ার কেঁসুলিরা এই মানবাধিকার গোষ্ঠীকে 'জনগণের জন্য হুমকি' হিসেবে চিহ্নিত করেন। এমনকি গোষ্ঠীটি রাশিয়ার 'বিদেশি এজেন্ট' সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করছে এমন অভিযোগে সেটি বন্ধ করে দিতে আদালতে আবেদন জানান হয়। অবশেষে সংস্থাটি বন্ধের নির্দেশ এল।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

চলতি বছর ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১২৬টি বাঘের, মধ্যপ্রদেশেই ৪১ : এনটিসিএ

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): পশুপ্রেমীদের জন্য মন খারাপের খবর! ভারতে ২০২১ সালে নানা কারণে মৃত্যু হয়েছে ১২৬টি বাঘের। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা 'জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ' (এনটিসিএ) বৃহস্পতিবার এই পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছে, বিগত এক দশকে বাঘের বার্ষিক মৃত্যুর রেকর্ড গড়েছে ২০২১। ২০২১ সালে বাঘের মৃত্যুতে শীর্ষে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। গত ১২ মাসে ওই রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ৪১টি বাঘের। এ ছাড়াও মহারাষ্ট্রে ২৫, কর্নাটকে ১৫ এবং উত্তর প্রদেশ থেকে ৯টি মৃত্যুর খবর নথিভুক্ত হয়েছে।

চোরাশিকার, সড়ক দুর্ঘটনা, লোকালয়ে ঢুকে পড়ে গণপিটুনিতে মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো নানা কারণের মৃত্যু হয়েছে বাঘের। এর মধ্যে চোরাশিকারিদের গুলি, ফাঁদ এবং বিষে মৃত্যু হয়েছে ৬০টি বাঘের। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১৬ সালে ভারতে ১২১টি মৃত্যু হয়েছিল, বাঘের মৃত্যুতে ২০২১ সাল রেকর্ড গড়ল।

এই প্রথমবার, কাশ্মীরে ২০০-র নীচে নেমে এসেছে সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা : বিজয় কুমার

শ্রীনগর, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে বিগত ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার ২০০-র নেচে নেমে এসেছে সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। আইজিপি জানিয়েছেন, চলতি বছর ১২৮ জন স্থানীয় জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যোগ দিয়েছিল, ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৭৩ জন জঙ্গি এবং ১৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইজিপি আরও জানিয়েছেন, কাশ্মীরে বিগত ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথম ২০০-র নীচে নেমে এসেছে সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা, এই মুহূর্তে মোট সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা ৮৬। কুলগাম জেলার কাজিগুন্দের উজুর এলাকায় যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে আইজিপি কাশ্মীর জানিয়েছেন, কাশ্মীরে এই প্রথম ২০০-র নীচে নেমে এসেছে সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা। ইতিহাসে এই প্রথমবার, স্থানীয় সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা ১০০-র নীচে নেমে এসেছে। বুধবারের এনকাউন্টারের পর এই সংখ্যা ৮৫-৮৬। অর্থাৎ কাশ্মীরে সন্ত্রাস কমছে।

মধ্যপ্রদেশে গাছে গাড়ির ধাক্কায় দম্পতি-সহ মৃত ৪, প্রাণে বাঁচলেন দু''জন

বেতুল, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারল একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও দু''জন গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জেলাসদর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বেতুল-ইন্দোর জাতীয় সড়কের ওপর একটি চিনিকলের কাছে। হতাহতরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন।

চিচোলি থানার ইন্সপেক্টর অজয় সোনি জানিয়েছেন, গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে গাছে ধাক্কা মারেন। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জনের, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় একজনের। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-রাজকুমার চাধোকার (৩৮), তাঁর স্ত্রী শোভা (৩৫), অনিল (৪৫) ও নিশংসু (২৩)। প্রত্যেকেই বেতুল জেলার বাসিন্দা। গুরুতর আহত অবস্থায় দু''জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

৪-৬ জানুয়ারি কাশ্মীরে তুষারপাতের সম্ভাবনা, মাইনাস ২১.৯ ডিগ্রিতে কাঁপছে দ্রাস

শ্রীনগর, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহেই ফের তুষারপাত হতে চলেছে কাশ্মীর উপত্যকায়। আগামী ৪-৬ জানুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের পাহাড়ে তুষারপাত ও সমতলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ওই সময়ে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা আবহাওয়া তাতে আগামী ৪ থেকে ৬ জানুয়ারি জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে বৃষ্টি তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, প্রবল ঠান্ডায় রীতিমতো জমে গিয়েছে শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ, কার্গিল থেকে দ্রাস, পহেলগাম থেকে লেহ-সর্বত্রই। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে কাশ্মীর উপত্যকা। মাইনাস ৯.৬ ডিগ্রিতে কাঁপছে কাশ্মীরের গুলমার্গ, শ্রীনগরের তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। শীতকালীন মরশুমের সবথেকে শীতলতম মরশুম ৪০ দিন ব্যাপী ''চিল্লাই কালান'' এই মুহূর্তে চলছে কাশ্মীরে। কাশ্মীরের পহেলগামে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, লাদাখের লেহতে বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৬.০ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ১৪.২ ডিগ্রি এবং সাইবেরিয়ার পর বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম স্থান দ্রাসে তাপমাত্রা পারদ নেমে ২১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

করোনায় আক্রান্ত অভিনেত্রী শিল্পা শিরোদকার

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন অভিনেত্রী শিল্পা শিরোদকার।সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রামে একটি পোষ্ট করেছে ৯০ দশকের এই অভিনেত্রী।

তিনি জানিয়েছেন, 'আমি কোভিড পজিটিভ। সবাই নিরাপদে থাকুন, অনুগ্রহ করে টিকা নিন এবং সমস্ত নিয়ম মেনে চলুন। সরকার জানে আপনার জন্য কোনটি সবচেয়ে ভাল। অনেক ভালবাসা।' অভিনেত্রী আপাতত পরিবারের সঙ্গে দুবাইতে রয়েছে এবং সেখানেই হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি। বলিউডের এই অভিনেত্রী প্রথম করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

নির্দিষ্ট সময়েই উত্তর প্রদেশে ভোট চাইছে সমস্ত দল : সুশীল চন্দ্র

লখনউ, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): নির্দিষ্ট সময়েই উত্তর প্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন হোক, এমনটাই চাইছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র। আসন্ন উত্তর বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র জানিয়েছেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁরা আমাদের বলেছেন সমস্ত কোভিড-১৯ প্রোটোকল অনুসরণ করে সময়মতো নির্বাচন করা উচিত।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, 'সমস্ত পোলিং বুথে ভিভিপ্যাট বসানো হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রায় ১ লক্ষ পোলিং বুথে সরাসরি ওয়েবকাস্টিং সুবিধা থাকবে।'

উত্তর প্রদেশে ভোটদানের হার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেছেন, '২০১৭ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে ৬১ শতাংশ ভোট পড়েছিল, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে ভোটদানের হার ছিল ৫৯ শতাংশ। রাজনৈতিক সচেতনতা সত্ত্বেও, ভোটদানের হার চিন্তার বিষয়।' ভোটের সময়ও জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তাঁর কথায়, 'বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ।'

পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৮ রাজ্যকে চিঠি রাজেশ ভূষণের, কোভিড-পরীক্ষা বাড়াতে পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনার বাড়বাড়ন্তের পুনরায় নতুন করে চিন্তার মধ্যে ভারত। তৃতীয় ঢেউয়ের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ ও দিল্লি-সহ ৮ রাজ্যকে চিঠি লিখলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। বাকি রাজ্যগুলি হল-মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক ও ঝাড়খণ্ড। এই রাজ্যগুলিতেই আচমকা বেড়েছে করোনার সংক্রমণ। কোভিড-পরিস্থিতি নিয়েই বৃহস্পতিবার ৮ রাজ্যকে চিঠি লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য চিব রাজেশ ভূষণ। কোভিড-১৯ টেস্টিং বাড়ানোর ওপর জোর দিতে পরামর্শ দিয়েছেন ভূষণ। পাশাপাশি হাসপাতালের প্রস্তুতি সেরে রাখতে বলা হয়েছে, টিকাকরণ বৃদ্ধিতে জোর দিতেও আহ্বান জানানো হয়েছে।

ফিরে দেখা ২০২১, বিষয় : বিবিধ

গুয়াহাটি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কালচক্র অতিক্রম করে করোনাভাইরাসের দাপাদাপির মধ্য দিয়ে পেরিয়ে গেল আরও একটি বছর, ২০২১। বিদায়ী এক বছরে গোটা বিশ্ব তথা ভারতে করোনায় মৃত্যুর পাশাপাশি বহু ঘটনা পরিঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ধরনের সহস্রাধিক খবরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু খবরও সংবাদ শিরোনাম দখল করেছে। ২০২১-এর ফ্ল্যাশব্যাকে নানা বিষয়ক কয়েকটি খবর, যেগুলো স্মৃতিতে অমোঘ হয়ে আছে সেগুলো ক্রমান্বয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে হিন্দুস্থান সমাচার ...

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমেও এসে গেছে বার্ড ফ্লু। এই সংক্রমণ রোধ করতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তৎপরতা শুরু করেছে। ইতিমধ্যে এই সংক্রমণ রোধ করতে রাজ্য চিড়িয়াখানায় বন্ধ করা হয়েছে মুরগির মাংস। রাজ্যের পশুপালন দফতর বহিঃরাজ্য থেকে মুরগি আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে।

কোহিমা, ১২ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার ৫৮ বছর পর ইতিহাস রচনা করে প্রথমবারের মতো নাগাল্যান্ড বিধানসভায় গাওয়া হলো ভারতের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক...'। নাগাল্যান্ডের ত্রয়োদশ বিধানসভার সপ্তম অধিবেশনে রাজ্যপাল আরএন রবির উপস্থিতিতে নতুন ইতিহাস রচনা করে সকলে গেয়েছেন জাতীয় সংগীত।

শিলচর (অসম), ১৩ অক্টোবর (হি.স.) : এদিন মহাষ্টমীর ভোররাত প্রায় ৩.৩০ মিনিটের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে শিলচরের হাসপাতাল রোডের আটটি দোকান এবং পাঁচটি বসতবাড়ি পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে।

ইটানগর, ২২ ডিসেম্বর (হি.স.) : চিন সীমান্তবর্তী অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং পর্যটন ক্ষেত্রে এই মরশুমে প্রথম তুষারপাত। এদিন তাওয়াং এলাকায় তাপমাত্রা ছিল .২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

ইটানগর, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : হিমায়িত ঠাণ্ডা, তুষারপাতও হচ্ছে। তাই পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে অরুণাচলের তাওয়াঙে পর্যটকদের যেতে পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিম অরুণাচল প্রদেশের সাংসদ বলেছেন, বৈশাখী, সেলাপাস, নুরানঙে প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। ওই সব অঞ্চলে তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে। তাই পর্যটকদের সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে ওই সব অঞ্চলে যেতে এবং যাঁরা অবস্থান করছেন, তাঁদের সেখান থেকে সরে যেতে অনুরোধ করেছেন।

ইমফল, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : মণিপুরের পূর্ব ইমফলে আইইডি বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এদিন বুধবার ভোররাত প্রায় ৩:৩০ মিনিট নাগাদ তেলিপাটিতে একটি মুদি গুদামের সামনে এই বিস্ফোরণ হয়েছে।

গুয়াহাটি, ২৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুরু হয়েছে 'অসম প্রকাশন পরিষদ' এবং 'সারা অসম পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রেতা সংস্থা' আয়োজিত ৩৪-তম 'অসম গ্রন্থমেলা' (গত বছর পর্যন্ত বইমেলার নাম ছিল 'গুয়াহাটি গ্রন্থমেলা')। গুয়াহাটির চানমারিত অবস্থিতি আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের ময়দানে প্রদীপ প্রজ্বলন করে গ্রন্থমেলার সূচনা করেছেন অসম প্রকাশন পরিষদ-এর চেয়ারম্যান তথা অসমের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। গ্রন্থমেলা চলবে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। এবারের গ্রন্থমেলায় ১৫০টি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ১০, দিল্লির ১০ এবং কলকাতার পাঁচটি প্রকাশন সংস্থা বিপুল বইয়ের ভাণ্ডার নিয়ে হাজির হয়েছে।

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট (আফস্পা বা এএফএসপিএ) ১৯৫৮। নাগাল্যান্ডকে অতি স্পর্শকাতর তথা 'অতি অশান্ত অঞ্চল' হিসেবে বিবেচনা করে এদিন (৩০ ডিসেম্বর) থেকে বলবৎযোগ্য আফস্পা-র সময়সীমা আরও ছয়মাসের জন্য বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর।

(সমাপ্ত)

নাগাল্যান্ডকে ‘অতি অশান্ত অঞ্চল’ ঘোষণা, গোটা রাজ্যে আরও ছয়মাসের জন্য আফস্পা, ধোঁপে টেঁকেনি বিরোধিতা

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ধোঁপে টেঁকেনি প্রবল বিরোধিতা। নাগাল্যান্ডে আরও ছয় মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট (আফস্পা বা এএফএসপিএ) ১৯৫৮। নাগাল্যান্ডকে ‘ডিসটার্বড অ্যান্ড ড্যানজারাস কনডিশন’ রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করে আজ ৩০ ডিসেম্বর থেকে বলবৎযোগ্য আফস্পা-র সময়সীমা আরও ছয়মাসের জন্য বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের অতিরিক্ত সচিব পীযূষ গোয়েল স্বাক্ষরিত এসও.৫৪৪৮ই নম্বরের এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ঘোষণা করেছে কেন্দ্র।

প্রসঙ্গত, এর আগে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট রাজ্যের ছয় মাসের জন্য বলবৎ করা হয়েছিল আফস্পা। সে অনুযায়ী আজ নাগাল্যান্ডে আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট-এর সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। আজ থেকে বলবৎযোগ্য এই আইন আগামী ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত জারি থাকবে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল পাওয়ার) অ্যাক্ট (আফস্পা) ১৯৫৮-এর তিন নম্বর ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের মতে, সমগ্র নাগাল্যান্ড রাজ্যের পরিস্থিতি এ মুহূর্ত প্রচণ্ড ভয়ংকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ফলে এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ সহযোগিতার প্রয়োজন। তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ৪ ডিসেম্বর বিকেলে নাগাল্যান্ডের মায়ানমার সীমান্ত-ঘেঁষা মন জেলার তিরু ও ওটিং গ্রামে আধাসেনার গুলিতে ১৫ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছিল। ওই ঘটনার পর নাগাল্যান্ড থেকে আফস্পা বাতিলের জোরদার দাবি উঠছিল। এমন-কি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও-ও সেনাবাহিনীকে প্রদত্ত ‘সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন’ বাতিল করার দাবি তুলেছিলেন। গত ২১ ডিসেম্বর নাগাল্যান্ড বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করে কেন্দ্রে পাঠিয়েছিল। এছাড়া গত ৬ ডিসেম্বর মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমাও ‘সশস্ত্র বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) আইন’ বাতিল করার দাবি তুলে ট্যুইট করেছিলেন। তাছাড়া আইনটি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিল উত্তরপূর্ব ছাত্র সংগঠনের যৌথ মঞ্চ নর্থ-ইস্ট স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (নেসো) ও সারা অসম ছাত্র সংস্থা (আসু) সহ নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন ছাত্র ও সামাজিক এবং চার্চ সংগঠনগুলি।

কেবল তা-ই নয়, নাগাল্যান্ডের মন জেলায় সংঘটিত ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে এই আইনের বলে সেনাবাহিনী নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে বলে দাবি করে গত ৭ ডিসেম্বর লোকসভার অধিবেশনে মুলতবি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন মেঘালয়ের তুরা আসনের সাংসদ তথা ন্যাশনাল পিপলস পার্টির নেত্রী তথা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার ছোট বোন আগাথা কঞ্চল সাংমা। তাই রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি পরিপ্রেক্ষিতে আইনটি বাতিল সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদির পর্যালোচনা করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক গত ২৬ ডিসেম্বর একটি উচ্চস্তরীয় কমিটিও গঠন করে দিয়েছিল। ৪৫ দিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে বলে দেওয়া হয়েছিল কমিটিকে। উচ্চস্তরীয় কমিটিটি গঠন করা হয়েছিল রেজিস্টার জেনারেল অব ইন্ডিয়া, নাগাল্যান্ডের মুখ্যসচিব, রাজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি), নাগাল্যান্ডে নিয়োজিত আধা সামরিক বাহিনী প্রধান, সেনাবাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদের নিয়ে।

ওমিক্রনের বিরুদ্ধে টিকা এখনও পর্যন্ত কার্যকর, বললেন হু-এর প্রধান বিজ্ঞানী

জেনেভা, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের বিরুদ্ধে টিকা এখনও পর্যন্ত কার্যকর, এমনটাই জানালেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্যা স্বামীনাথন। তাঁর মতে, নতুন ওমিক্রন প্রজাতির বিরুদ্ধে ভালোই কাজ করছে টি সেল ইমিউনিটি। হু-এর প্রধান বিজ্ঞানী জানিয়েছেন, ’ওমিক্রন সংক্রমণের সংখ্যা বেশি-টিকা প্রাপক এবং টিকাবিহীন উভয় ক্ষেত্রেই সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ভ্যাকসিনগুলি সুরক্ষাকবচ হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। ক্রিটিক্যাল কেয়ারের প্রয়োজনীয়তা বাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। এটা একটা ভালো লক্ষণ।’ যাঁরা এখনও পর্যন্ত টিকা নেননি, তাঁদের কাছে টিকা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেছেন, ’নতুন কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী করোনাভাইরাসে অসুস্থ হয়ে পড়া স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। যাঁদের টিকা হয়নি তাঁদের সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুর ঝুঁকিও অনেক বেশি।..ভ্যাকসিন না নিয়ে থাকলে নিয়ে নিন।’

কাশ্মীরের দুই জেলায় এনকাউন্টারে ৬ জঙ্গি নিকেশ, সকলেই জইশের সদস্য

শ্রীনগর, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): কাশ্মীর জঙ্গি নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের দুই জেলায় (অনন্তনাগ ও কুলগাম) পৃথক অভিযানে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৬ জন সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীরা সকলেই জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিল। ৬ জনের মধ্যে ৪ জন পাকিস্তানি ও দু’’জন স্থানীয় জঙ্গি। দুই জেলায় এনকাউন্টার শেষে উদ্ধার করা হয়েছে একটি এম৪, দু’টি একে-৪৭ রাইফেল-সহ অন্যান্য বেআইনি সামগ্রী। বুধবার সন্ধ্যা থেকে গুলির লড়াই শুরু হয় দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার মিরহামা এলাকায়। এই অভিযানে নিকেশ হয় ৩ জন জইশ জঙ্গি। একইসঙ্গে অভিযান চলতে থাকে দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। সেই অভিযানেও নিকেশ হয়েছে ৩ জন জইশ জঙ্গি। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, ’অনন্তনাগ ও কুলগাম জেলায় পৃথক অভিযানে নিকেশ হয়েছে ৬ জন জইশ জঙ্গি। ৬ জনের মধ্যে ৪ জন পাকিস্তানি ও দু’’জন স্থানীয় জঙ্গি। অনন্তনাগে নিহত ৩ জঙ্গির বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক মামলা ছিল।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বর্ষবরণের উৎসবে নিষেধাজ্ঞা কোভিড ঠেকাতে মুম্বইয়ে জারি ১৪৪ ধারা

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে গত কয়েক দিন ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে কোভিড-সংক্রমণ। ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে দিল্লির পরই রয়েছে মহারাষ্ট্র। এমতাবস্থায় বর্ষবরণ উৎসবে নিষেধাজ্ঞা জারি করল প্রশাসন, এখানেই শেষ নয় সংক্রমণ ঠেকাতে মুম্বই শহরে ১৪৪ ধারা জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুম্বই পুলিশ। ৩০ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) থেকেই শুরু হচ্ছে এই বিধিনিষেধ, চলবে আগামী ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত।

৩০ ডিসেম্বর থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত মুম্বইয়ে লাগু থাকবে ১৪৪ ধারা, এই সময়ের মধ্যে আয়োজন করা যাবে না কোনও অনুষ্ঠান। ঘরে হোক বা রেস্তরাঁ, বার, পাব কোথাও কোনও পার্টির আয়োজনও করা যাবে না। পাশাপাশি বর্ষবরণের উৎসবেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। এই নির্দেশ অমান্য করলে মহামারি আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বুলেটিন অনুযায়ী, মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে মোট আক্রান্ত ২৫২, তাঁদের মধ্যে ৯৯ জন সুস্থ হয়েছেন।

দিল্লির এমন ব্যক্তিরাও করোনার ওমিক্রন রূপে আক্রান্ত হচ্ছেন, যাঁরা সম্প্রতি কোথাও ভ্রমণ করেননি। অর্থাতধীরে ধীরে ওমিক্রন গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে এগোচ্ছে। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। তিনি আরও বলেন, রাজধানীতে গত একদিনে ১১৫টি নমুনার মধ্যে ৪৬টিতে ওমিক্রন রূপের দেখা মিলেছে। দিল্লিতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক। এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৩। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিল্লিতে ২৬৩ এবং মহারাষ্ট্রে ২৫২ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

দৈনিক সংক্রমণ ৪.৬৫-লক্ষাধিক, আমেরিকায় ক্রমেই মারণ হচ্ছে ওমিক্রন

ওয়াশিংটন, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ করার জন্য নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও আমেরিকায় থাবা বসাচ্ছে ওমিক্রন রূপ। কোভিড-সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল আমেরিকা, আমেরিকায় ৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৭০ জন, যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। নতুন করে ৪,৬৫,৬৭০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৫৪,৬৫৬,৮৬৬ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ১,৭৭৭ জনের। নতুন করে ১ হাজার ৭৭৭ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৭২ জনের। আমেরিকায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা যেমন বেশি, কোভিড থেকে সেরেও উঠছেন বহু মানুষ। মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪১,৪০৮,২৯১ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১২,৪০৪,৩০৩-এ পৌঁছেছে।

আক্রান্ত টিএনজিসিএলের ইঞ্জিনীয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরে প্রকাশ্যে দিবালোকে আক্রান্ত হলেন টিএনজিসিএলের ইঞ্জিনীয়ার প্রশান্ত দত্ত। ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে একটি পাইল লাইনের কাজ করার সময় স্থানীয় কিছু লোক বাধা দিয়েছে বলে অভিযোগ। এই ব্যাপারে খোঁজ নিতে প্রশান্তবাবু ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গেলেই নারু দত্ত নামে এক ব্যক্তি ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ওই ইঞ্জিনীয়ারকে শারীরিক ভাবে নিগৃহীত করেছে বলে অভিযোগ। ইঞ্জিনীয়ার প্রশান্ত দত্ত জানিয়েছেন তিনি গত বার বছর যাবৎ সংস্থার সাথে যুক্ত আছেন কোনওদিন এই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হননি। এই সরকারের আমলে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে তিনি ভাবতে পারেননি। বিষয়টি তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

মাধ্যমিকের খাতা দেখা শুরু ১২ জানুয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ২৯ ডিসেম্বর শেষ হয়েছে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিকের টার্ম ওয়ান পরীক্ষা। এবারে শুরু হচ্ছে খাত দেখার কাজ। আগামী ১২ জানুয়ারী শুরু হচ্ছে খাতা দেখা। ওই দিনই উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখার কাজও শুরু হবে। চল্লিশ নম্বরের মধ্যে খাতা দেখা হচ্ছে। দশ থেকে পনের দিনের মধ্যে খাতা দেখা সম্পন্ন হবে। মাধ্যমিকের খাতা দেখা হচ্ছে পাঁচটি কেন্দ্রে। প্রায় চার হাজার শিক্ষক এই খাতা দেখার কাজে যুক্ত করা হচ্ছে।

শীতবস্ত্র বিতরণ করল রামকৃষ্ণ আশ্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ ডিসেম্বর।। কনকনে শীতের মধ্যে দরিদ্র অংশের জনগনের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরন করলো কাকরাবন মোটর স্ট্যান্ড স্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রম। বৃহস্পতিবার কাকড়াবন রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামীজি শান্তিনা দন্ত মহারাজ এবং ভবানী চৈতন্য ব্রহ্মচারীর উপস্থিতিতে কাকড়াবন এলাকার ১০০ জন দরিদ্র ও অসহায় অংশের লোকজনদের মধ্যে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাকরাবন রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক সন্তোষ চন্দ্র সাহা, সভাপতি কালি রঞ্জন দত্ত, সহ সভাপতি সুখ রঞ্জন মিত্র সহ রামকৃষ্ণ আশ্রমের বিভিন্ন পদাধিকারীগন। কাকরাবন রামকৃষ্ণ আশ্রমের এই উদ্যোগকে এদিন সাধুবাদ জানান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ জনগণ। শীতবস্ত্র ও কম্বল পেয়ে দরিদ্র অংশের জনগন যারপরনাই খুশি।

আচমকা পরিদর্শনে গেলেন সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ ডিসেম্বর।। সারপ্রাইজ ভিজিট বা আচমকা পরিদর্শনে আসেন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এর সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা।

বৃহস্পতিবার বিকাল আনুমানিক ৪টা ৩০মিনিটে খিলপাড়া রাষ্ট্রীয় শিশু নিকেতনে। সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সহ সাত-আটজনের একটি প্রতিনিধি দল পরিদর্শনে আসেন। আচমকা কাউকে না জানিয়ে এদিনের এই পরিদর্শনের সময় সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা সিদ্ধাত শিব জাসওয়াল, ওনার সঙ্গে ছিলেন গোমতী জেলার সোশ্যাল এডুকেশন ডি আই সি।

মাতারবাড়ি, উদয়পুর নগর পঞ্চায়েত সিডিপিও সহ আরো অনেকে। এই পরিদর্শনকালে হোস্টেলের ছেলেদের দেখাশুনা থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া ঘুমানো বিছানা পত্র এবং ১৮বছরের উপর বয়স হলে তাদের যাতে ভালো করে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অন্য স্কুলে মহাবিদ্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয় এবং তাদের যাতে সুস্থ সবল রাখাতে কোন সমস্যা হলে যাতে চিকিৎসার সুবিধা থাকে এই ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়ে গেলেন।

মিড ডে মিলের চালে থাবা বসাল চোরের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাধাকিশোরপুর থানার আধা কিলোমিটারের মধ্যে দু:সাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো। সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি শিশুদের মিড ডে মিলের চাউলেও থাবা বসালো নিশি কুটুম্বের দল। সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে দুঃসাহসিক চুরি।ঘটনা রাধাকিশোর পুর থানা এলাকার পোল্ট্রি রোডস্থিত সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে। সংবাদ সূত্রে জানা যায় বুধবার গভীর রাতে উদয়পুর পুরপরিষদ এলাকার সাত নম্বর ন্যায্য মূল্যের দোকানে হানা দেয় নিশি কুটুম্বের দল। গতকাল বুধবার দুপুরে জানুয়ারী মাসের চাউল দপ্তর উদয়পুর খাদ্য দপ্তরের মজুত ভান্ডার থেকে ক্রয় করে আনেন। পয়লা জানুয়ারি থেকেই জানুয়ারী মাসের প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী ভোক্তাদের হাতে পৌছে দেবার জন্য এই চাউল সংগ্রহ করেন। ন্যায্য মূল্যের দোকান ডিলার অর্জুন শীল এই তথ্য জানিয়েছেন। কিন্তু বুধবার গভীর রাতে চোরের দল ন্যায্যমূল্য দোকানে হানা দিয়ে প্রায় ৬০ বস্তা চাউল চুরি করে নিয়ে যায়। আজ সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে এলাকার লোকজন দেখতে পান সাত নম্বর ন্যায্য মূল্যের দোকানের তালা ভাঙ্গা।স্থানীয় জনগণ সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌছেদেন ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার অর্জুন শীলের কানে। চুরির খবর শুনে অর্জুন শীল তড়িঘড়ি রেশনে এসে দেখতে পান তার রেশন ঘরের তালা ভেঙে নিশি কুটুম্বের দল সাধারণ মানুষ সহ স্কুলের মিড ডে মিলের চাউলও চুরি করে নিয়ে গেছে। এই দৃশ্য চাক্ষুস করে হতভম্ব হয়ে পড়েন অর্জুন শীল। স্থানীয় জনগণ খবর পৌছেদেন রাধা কিশোর পুর থানায়, রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন। চুরির মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছেন। দেখার বিষয় হলো রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ চোরের দল কে বগলদাবা করতে পারেন কিনা। চোরের দল প্রায় ৩০ হাজার টাকা চাউল চুরি করে নিয়ে যায় বলে জানান রেশন ডিলার অর্জুন শীল। ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার অর্জুন শীল চিন্তায় পরেছেন কি করে জানুয়ারী মাসে গ্রাহকদের পরিষেবা দেবেন। স্থানীয় জনগণ প্রশ্ন তোলেছেন, চোরের দল আকারে বড় সংখ্যায় ছিলো,তা না হলে ষাট বস্তা চাউল গাড়িতে তোলতে অনেক সময় লেগেছে। পুলিশ একটু সচেষ্ট হলে চোরের দলকে সহসাই বাগে তোলা যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় দিনযাপন করছেন এলাকাবাসী।

AFFIDAVIT

I Sri Manoranjan Majumder S/O-Late Girendra Majumder, residing at Vill+p.o- Mogpuskarini, P.S ,- Kakraban presently residing at geet Bharati Para, P.S :- R K PUR. Udaipur Gomati Tripura.

That my actual name is Manoranjan Majumder, but in some documents and papers my name has been recorded ad Monoranjan Majumder and in some documents and papers my name has been recorded as Mono Ranjan Majumder instead of Manoranjan Majumder.

That infact Manoranjan Majumder, Monoranjan Majumder & Mono Ranjan Majumder are the names of same and identical person.

AFFIDAVIT Sl. No:-022/Oct/19.

কল্যাণপুরে চাষীদের হাতে মোরগের বাচ্চা দিল দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩০ ডিসেম্বর ।। গ্রামের মানুষ দের স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করার লক্ষে বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী পরিবার স্বরোজগার যোজনা প্রকল্পে প্রাথমিক ভাবে পশ্চিম ঘিলাতলী পঞ্চায়েতে ৪৬ জন সুবিধাভোগীকে মোরগের বাচ্চা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, সমাজকর্মী জীবন দেবনাথ ও দপ্তরের আধিকারিক গণ। অনুষ্ঠানে জানানো হয় পুরো কল্যাণপুর ব্লকেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ভাবে মুরগির বাচ্চা প্রদান করা হবে।

হার

● **প্রথম পাতার পর**

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার) করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৬৩ লক্ষ ৯১ হাজার ২৮২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৪৩,৮৩,২২,৭৪২ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯৬১-তে পৌঁছেছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৬৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৮০,৮৬০ জন (১.৩৮ শতাংশ)। বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭,৪৮৬ জন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৪২,৫৮,৭৭৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৩৮ শতাংশ।

নেতৃত্বদের

● **প্রথম পাতার পর**

বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই, আগামী ৪ জানুয়ারী ত্রিপুরা সফরে প্রধানমন্ত্রী আরও কিছু ঘোষণা দেবেন বলেই মনে হচ্ছে, দাবি করেন বিজেপি মুখপাত্র।

তাঁর কথায়, নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মনিপুর থেকে ত্রিপুরায় আসবেন এবং দুপুর ১তা নাগাদ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রবেশ করবেন। সেখানেই ত্রিপুরাবাসীকে সম্বোধন করবেন। তিনি বলেন, বিজেপি কার্যকর্তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে বিপুল উতাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সকলেই তাঁকে কাছে থেকে দেখতে চাইছেন। তাই, কার্যকর্তারা সুরক্ষিতভাবে জনসভায় আসতে পারেন এবং নিরাপদে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। ফলে, লোক সমাগমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ মানতে হবে। তবুও, ওইদিনের জনসভায় ৫০ হাজার লোক সমাগম হবে বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে দাবি করেন।

ছুরিকাঘাতে

● **প্রথম পাতার পর**

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় আইজিএম হাসপাতাল থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মাংস বিক্রেতা বিজয় দাসের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই দূর্গা চৌমুহনী সহ তার নিজ বাড়ি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। নিহতের পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্ত বিশাল ঋষি দাসের বিরুদ্ধে আগরতলা পশ্চিম থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। পূর্ব কোন বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গ্রামবাসীরা

● **প্রথম পাতার পর**

হাতির উপদ্রব রয়েছে সেই জায়গাগুলিতে বনদপ্তর, বিদ্যুৎ দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের জায়গাগুলো পরিদর্শন করে। এবং বন্য হাতিকে তাড়ানোর জন্য পোষ্য হাতি গুলোকে যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেই রাস্তাটি পরিস্কার আছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখতেই বৃহস্পতিবার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিডিও অজিত দেববর্মা সহ বনদপ্তরের আধিকারিক এবং বিদ্যুৎ দপ্তর আধিকারিক’’কে নিয়ে মুঙ্গিয়াকামী এলাকার বনাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিডিও জানিয়েছেন, পোষ্য হাতি দ্বারা বন্য হাতিকে তাড়ানোর জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। আর সেই কারণেই আজকের এই পরিদর্শন। এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের বিভিন্ন বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে হাতির সমস্যা নিরসন হয়।

অবরোধ

● **প্রথম পাতার পর**

তাঁরা।

দীর্ঘক্ষণ পুলিশ তাঁদের অবরোধ প্রত্যাহারের জন্য বুঝিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই অবরোধ প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থান নেন তাঁরা। ফলে বাধ্য হয়ে পুলিশ চাকরি প্রত্যাশীদের ওপর মৃদু লাঠিচার্জ করেছে এবং গ্রেফতার করে এডিনগর পুলিশ লাইনে নিয়ে গেছে। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকালের মতো আজও টিএসআর-এ চাকরির অনিয়মের অভিযোগ এনে কতিপয় যুবক-যুবতী রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। তাঁদের এখন গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গ্রেফতার দুই

● **প্রথম পাতার পর**

সহ চালককে আটক করা সম্ভব হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে।

এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আসিস দাশগুপ্ত এবং ট্রাফিক ডিএসপি সুনীল মুড়াসিং ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান। তিনি জানিয়েছেন, এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। আটক গাড়ি চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় তারা জড়িত রয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হবে। তাদের সন্ধানে তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।

গৃহীত

● **প্রথম পাতার পর**

সরকার। এতে অবশ্যই মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে। ত্রিপুরা সরকারের এই পদক্ষেপে টিএসআরে নিয়োগকে ঘিরে বেকারদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তা দূর হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক

● **আটের পাতার পর**

ওড়িশায় একজন, পশ্চিমবঙ্গে একজন, হরিয়ানায় দু’’জন, চন্ডীগড়ে দু’’জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু’’জনই সুস্থ, হিমাচল প্রদেশে একজন, পঞ্জাবে একজন ও লাদাখে একজন সুস্থ হয়েছেন।কোভিড-টিকাকরণ অভিযানে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গেল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৬৩ লক্ষ ৯১ হাজার ২৮২ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৪৩.৮৩-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৪৩,৮৩,২২,৭৪২ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ৬৭.৬৪-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৯ ডিসেম্বর সারা দিনে ভারতে ১১,৯৯,২৫২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬৭,৬৪,৪৫,৩৯৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৯৯,২৫২ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ১৫৪ জন।

ক্রীড়াঙ্গন

নয়া নজির, বিদেশে ১০০-র বেশি উইকেট শিকার বুমরাহর

সেঞ্চুরিয়ান, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিদেশের মাটিতে নজির গড়লেন ভারতের তারকা বোলার জসপ্রীত বুমরাহ। টেস্ট ক্রিকেটে বিদেশের মাটিতে একশোর বেশি উইকেট শিকার করলেন বুমরাহ।বিদেশের মাটিতে মাত্র ২২ টেস্ট খেলে দখল করলেন ১০২ উইকেট।

এলগারের উইকেটটি বুমরাহর কেরিয়ারে বিদেশের মাটিতে ১০২তম টেস্ট উইকেট। গতকাল ডুসেনকে আউট করে বিদেশের মাটিতে ১০০তম টেস্ট উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনেই টেস্ট অভিষেক হয়েছিল বুমরাহর। ২৫টি টেস্টের মধ্যে তিনি দেশের মাটিতে খেলেছেন মাত্র দুটি টেস্ট। বিদেশে ২২তম টেস্ট খেলছেন। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালটি ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হলেও পরিসংখ্যানে সেটিকে ধরা হয়েছে নিরপেক্ষ কেন্দ্র হিসেবে।

দেশের মাটিতে ২টি টেস্টে ৪টি উইকেট রয়েছে জসপ্রীত বুমরাহর। এই টেস্টের সংখ্যা বাড়তে পারত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে। তবে বিয়ের আগে আমেদাবাদে একটি টেস্ট তিনি খেলেননি। বিদেশের মাটিতে ২২টি টেস্টে ৪৩টি ইনিংসে তিনি ১০২টি উইকেট এখনও অবধি দখল করেছেন। ইনিংসে সেরা বোলিং ২৭ রানের বিনিময়ে ৬ উইকেট। টেস্টের সেরা বোলিং ফিগার ৮৬ রানে ৯ উইকেট দখল। ইনিংসে ৬ বার পাঁচ উইকেট নিয়েছেন। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে তিনি কোনও উইকেট পাননি।

অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডেই সবচেয়ে বেশি উইকেট রয়েছে বুমরাহর। অস্ট্রেলিয়া সফরে সাতটি টেস্টে এবং ইংল্যান্ড সফরে আটটি টেস্টে তাঁর ৩২টি করে উইকেট রয়েছে। নিউজিল্যান্ডে ২টি টেস্টে পেয়েছেন ৬ উইকেট। দক্ষিণ আফ্রিকায় চতুর্থ টেস্ট খেলছেন, এখনও অবধি তাঁর উইকেট সংখ্যা ১৯। ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে ২টি টেস্টে তাঁর ১৩টি উইকেট রয়েছে।

এই তালিকায় দুইয়ে রয়েছেন পাকিস্তানের মহম্মদ আমির। তিনি আবার মোট ১১৮টি টেস্ট উইকেট নিয়েছেন।

তার মধ্যে বিদেশের মাটিতে ১০০ উইকেট নিয়েছেন। মাইকেল হোল্ডিং-ও অ্যাওয়ে টেস্টে উইকেট নেওয়ার সেঞ্চুরি করলেও, টেস্টে তাঁর মোট উইকেট সংখ্যা ১৩৬। জাহির খানের আবার মোট টেস্ট উইকেটের সংখ্যা ১৩৭। তার মধ্যে অ্যাওয়ে টেস্টে উইকেট নেওয়ার সেঞ্চুরি করেছেন জাহির। মহম্মদ সমি এবং অ্যান্ডি রবার্টস আবার টেস্টে মোট ১৪০টি করে উইকেট নিলেও, অ্যাওয়ে টেস্টে ১০০টি উইকেট নিয়ে ফেলেছেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায়, ঘরোয়া মরশুমেই শেষ ম্যাচ খেলবেন রস টেলর

ওয়েলিংটন, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটার রস টেলর। রস টেলর একমাত্র ক্রিকেটার যার দখলে তিন ফর্ম্যাটেই শতাধিক ম্যাচ খেলার কৃতিত্ব রয়েছে, সেই কিংবদন্তি কিউয়ি তারকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন। ২০২২ সালের ঘরোয়া মরশুমের পরেই চিরতের নিউজিল্যান্ড জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখবেন তিনি। বৃহস্পতিবার একটি বিবৃতিতে টেলর জানিয়েছেন, "আসন্ন বছরের ঘরোয়া মরশুমে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু"টি টেস্ট আর অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ছ"টি ওয়ান ডে খেলার পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আমি অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ১৭ বছর ধরে আমাকে সমর্থন করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমার দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করাটা আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের ছিল।'

আগামী জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শেষ বার টেস্ট ম্যাচ খেলবেন তিনি। তার পর ফেব্রুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে খেলবেন টেলর। মার্চ-এপ্রিল মাসে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শেষ সিরিজ খেলবেন তিনি। ৪ এপ্রিল নিজের ঘরের মাঠ হ্যামিল্টনে শেষ বারের মতো এক দিনের ম্যাচ খেলতে নামবেন ৩৭ বছরের টেলর। ২০০৬ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের এক দিনের দলে সুযোগ পান তিনি। ২৩৩ এক দিনের ম্যাচে ৮৫৮১ রান করেছেন তিনি। করেছেন ২১টি শতরান। অন্য দিকে ২০০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল টেলরের। টেস্টে ১৯টি শতরানের সঙ্গে ৭৫৮৪ রান রয়েছে তাঁর। বহুদিন ধরেই টেলরের অবসর নিয়ে জল্পনা চলছিল। তবে বারবারই তিনি নিজের খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছার কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন আগেই সমাপ্ত ভারতীয় সফরে টেস্ট সিরিজে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরেই তাঁর দলে জায়গা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরদার হতে শুরু করে। সেই সিরিজ শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই, নিজের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক কেরিয়ারে ইতি টানার কথা জানালেন টেলর।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলে পাকিস্তানের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে ভারত

দুবাই, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে জয়ের ফলে আইসিসি ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ তালিকায় পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবধান কমাল ভারত। সেঞ্চুরিয়ান টেস্টে জয়ের ফলে বর্তমানে ৭ টেস্টের চারটি জয়-সহ ৬৪.২৮ গড়ে ৫৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করল ভারত। তারা রয়েছে লিগ টেবিলের চার নম্বরে। পাকিস্তান ৪ টেস্টে ৭৫.০০ শতাংশ হারে ৩৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তারা রয়েছে তালিকার তৃতীয় স্থানে। চলতি সিরিজে জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারলে টিম ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে টপতে তিন নম্বরে উঠে আসতে পারে। সেই নিরিখে কোহলিরা বাবর আজমদের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছেন বলা মোটেও ভুল হবে না।

অস্ট্রেলিয়া আগের মতোই তিন টেস্টে ১০০ শতাংশ হারে ৩৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে। শ্রীলঙ্কা ২ টেস্টে ১০০ শতাংশ হারে ২৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। ৪ টেস্টে ২৫.০০ শতাংশ হারে ১২ পয়েন্ট সংগ্রহ করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ রয়েছে পাঁচ নম্বরে। ২টি টেস্টে ১৬.০০ শতাংশ হারে ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিউজিল্যান্ড রয়েছে তালিকার ছয় নম্বরে। ইংল্যান্ড ৭ টেস্টে ৭.১৪ শতাংশ হারে ৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে সাত নম্বরে রয়েছে। এখনও কোনও পয়েন্ট সংগ্রহ করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ। তারা রয়েছে যথাক্রমে তালিকার আট ও নয় নম্বরে। উল্লেখ্য, গতবারের মত এবারও পয়েন্টের নিরিখে নয়, বরং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালিস্ট নির্ধারণ করা হবে সংগৃহীত পয়েন্টের শতকরা হার অনুযায়ী। সেই অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়েছে ক্রমতালিকা।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বুমরাহের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দীনেশ কার্তিক

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতের তারকা বোলার জসপ্রীত বুমরাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভারতের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক। সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলা শেষের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ব্যাটারকে আউট করেন বুমরাহ। উভয় ক্ষেত্রই দারুণ প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। এরপরই বুমরাহের খেলা পরিবর্তন করার ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাসের জন্য প্রশংসা করেছেন দীনেশ কার্তিক। সেঞ্চুরিয়ন টেস্টের চতুর্থ দিনে একটি অপ্রতিক্রিয়াশীল পিচে, বুমরাহ জ্বলে ওঠেন। প্রথমে রাসি ভ্যান ডার দাসেনেকে ১১ রানের মাথায় সাজঘরে পাঠান, তারপরে কেশব মহারাজকে চার রানে আউট করন। দু'জনকেই বোল্ড করেন বুরাহ। যা দেখে সকলেই বেশ খুশি হয়েছেন। এবিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান দীনেশ কার্তিক বলেন, বুমরাহের অপ্রচলিত অ্যাকশন ব্যাটারদের সমস্যা তৈরি করে। কার্তিক বলেন, বুমরাহ নিজের অ্যাঙ্গেল দিয়ে বোলিং করার সময় টেলএন্ডারদের সঙ্গে মাইন্ড গেম খেলেন। এই দক্ষতা বুমরাহকে

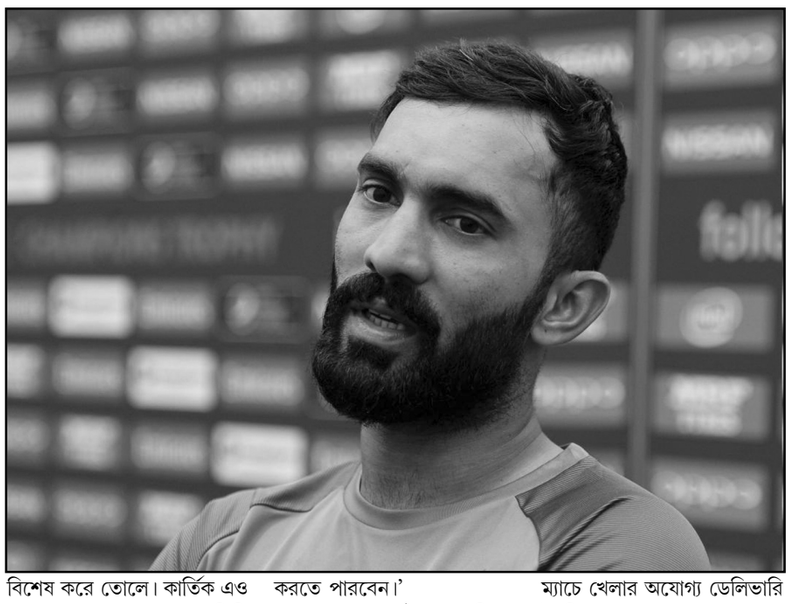

বিশেষ করে তোলে। কার্তিক এও বলেন, 'বুমরাহ জানেন কখন তিনি বল লোড করবেন এবং কখন তিনি বলটি ছাড়বেন। এটি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গার মতো, তাই আপনাকে এটি সম্পর্কে খুব সচেতন হতে হবে। কিন্তু এটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনা যা ব্যাটিং করার সময় বোঝা যায়, তারপর আপনি একটা অনুভব করতে পারবেন।'

বুমরাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কার্তিক আরও বলেন, 'তার সম্পর্কে যা আরও আশ্চর্যজনক লাগে সেটা হল শুধুমাত্র অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করার ক্ষমতাই নয়, বরং বাইশ গজে বিভিন্ন উপায়ে ব্যাটসম্যানদের ভয় দেখান বুমরাহ। তারপরে একজন নাইটওয়াচম্যানের কাছে, এই ম্যাচে খেলার অযোগ্য ডেলিভারি তৈরি করেন।

ঠিক যেভাবে সে তার বিশ্বাস ব্যবস্থা সেট করে। তিনি একজন অধিনায়কের আনন্দ।' কার্তিক আরও বলেন, 'যখন সে সেই উইকেটটি পায়, তখন বুমরাহের অঙ্গভঙ্গি দেখতে আকর্ষণীয় লাগে। এটি তার সেরা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি।'

প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সেঞ্চুরিয়ানে ইতিহাস গড়লেন বিরাট

সেঞ্চুরিয়ান, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরের মাটিতেই ১১৩ রানে প্রথম ম্যাচ জিতে দুরন্তভাবে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু করল ভারতীয় দল। আর ভারতীয় জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফের আরেকটি রেকর্ড নিজের পকেটে পুড়লেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে সেঞ্চুরিয়ানে জয়ের ইতিহাস গড়লেন ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। সিরিজ শুরুর আগেই কোহলির নেতৃত্ব নিয়ে প্রচুর সমালোচনা শোনা যায়। সদ্য ভারতীয় ওয়ান ডে দলের অধিনায়ক পদ থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে কোহলিকে। সেই যন্ত্রণা বুকে নিয়েই

সেঞ্চুরিয়ানে মাঠে নেমেছিলেন কোহলি। ব্যাটার কোহলি সফল না হলেও, অধিনায়ক হিসেবে কিন্তু ১০০-তে ১০০ নম্বর পেলেন তিনি। তাও আবার বৃষ্টিতে দ্বিতীয় দিনের গোটা খেলা ভেস্তে যাওয়ার পর। এরই পাশাপাশি রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্র সিং ধোনি সকলের অধরা এক নজিরও গড়া হয়ে গেল ক্যাপ্টেন কোহলির। ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে মেলবোর্নের পর দক্ষিণ আফ্রিকার সেঞ্চুরিয়ান, কোহলিই প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক যিনি একাধিক বক্সিং ডে (২৬ ডিসেম্বর) টেস্ট ম্যাচ জিতলেন। আগেই পরিসংখানের বিচারে অতীতের সকল ভারতীয় অধিনায়কের থেকে অধিক টেস্ট ম্যাচ জয়ের নজির রয়েছে কোহলির দখলে। এই নতুন নজিরের মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে পুনরায় ভারতীয় দল এখন কতটা সফল, তারই উদাহরণ মেলে।-

প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১১৩ রানে হারাল ভারত

সেঞ্চুরিয়ন, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স) : ভারত প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১১৩ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। ৩০৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পর ১৯১ রানে গুটিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত প্রথম ইনিংসে ৩২৭ রান করেছিল। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকার দল তাদের প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৯৭ রান করতে পারে। ভারত তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৪ রান করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ৩০৫ রানের লক্ষ্য রাখে।

পঞ্চম দিনে চার উইকেটে ৯৪ রানে খেলা শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকা। দিনের পঞ্চম বলে মহম্মদ শামিকে চার মেরে দলকে তিন অঙ্কে নিয়ে যান অধিনায়ক ডিন এলগার। মোট ১৩০ রানে এলগার (৭৭) বুমরাহের হাতে এলবিডব্লিউ হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দিনের প্রথম ধাক্কা দেন এবং ইনিংসের পঞ্চম ধাক্কা দেন। কুইন্টন ডি কক (২১) মোট ১৬১ রানে মহম্মদ সিরাজের বলে বোল্ড হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ষষ্ঠ ধাক্কা দেন। এর পর মহম্মদ শামি ভায়ান মুল্ডারকে (১) মোট ১৬৪ রানে বোল্ড করে ভারতকে সপ্তম সাফল্য এনে দেন। ১৯০ রানের মোট স্কোরে মার্কো জনসনকে (১৩) প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে ভারতকে অষ্টম সাফল্য এনে দেন শামি। এরপর অশ্বিন কাগিসো রাবাদা এবং লুঙ্গি এনগিডি প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে ভারত ১১৩ রানের জয় পেল। আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে দুই দলের মধ্যে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

ট্যাটু রাখা যাবে না, চিনের ফুটবলারদের জন্য কড়া নির্দেশ

বেজিং, ৩০ ডিসেম্বর (হি. স.): চিনের ফুটবলারদের জন্য কড়া নির্দেশ। শরীরে কোনও রকম ট্যাটু থাকলে তা উঠিয়ে ফেলতে বা ঢেকে ফেলতে হবে। এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বেজিংয়ের তরফে। জাতীয় দলের হয়ে খেলা সমস্ত ফুটবলারকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গোটা চিন জুড়ে শাসকদলের তরফে যে "শুদ্ধিকরণ" অনুষ্ঠান চলছে তার অঙ্গ হিসেবেই এই নির্দেশ বলে মনে করা হচ্ছে। চিনের স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "যাদের শরীরে ট্যাটু রয়েছে তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তা মুছে ফেলতে। স্পেশাল পরিস্থিতিতে অনুশীলনের সময় তা দলের বাকি সদস্যদের সম্মতিক্রমে ঢেকে ফেলতে হবে।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে ট্যাটু রয়েছে এমন কাউকে অনূর্ধ-২০ দল বা তার থেকেও জুনিয়র দলে নির্বাচন করা যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নিন্দার ঝড় উঠেছে। অনেকের মতে আমরা ফুটবলার নির্বাচন করছি না সাধু-সন্ন্যাসী! অনেকে আবার কটাক্ষের সুরে বলেছেন তাহলে এবার কি পার্টির সদস্যরা জাতীয় দলের হয়ে ফুটবল খেলবেন! প্রসঙ্গত চিনের ফুটবলাররা আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ফুলহাতা জামা পরে। কোনও কোনও সময় ব্যান্ডেজ বেঁধেও নিজেদের ট্যাটুকে তারা ঢেকে ফেলেন। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

NOTICE

The validity period of the Notice Inviting Quotation circulated vide letter of even No. 4-28/FOR/NCE/PLANTATION/SEEDLING PROCUREMENT/2021/2603-2616 dated 02/12/2021 for supply of minimum 25,000 (Twenty Five Thousand) to maximum 50,000 (Fifty Thousand) seedlings for each of Yongchak, Jalpai, Kathal, Bel and Chalta seedlings in polybag has expired on 27/12/2021. Competent authority has approved to extend the validity period of the NIQ by another 15 days with effect from 28/12/2021 to 11/01/2022.
Other terms and condition for the NIQ remains the same.

No.F. 4-28/FOR/NCE/PLANTATION/SEEDLING PROCUREMENT/2021/2889-92 Dated: 28/12/ 2021
ICA-C-3178/2021-22 Director NCE

সন্ধান চাই

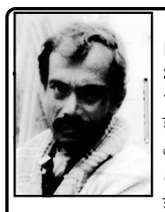

Ref :- G. B. Top GD Entry No. 20, dt-21/12/2021

পাশের ছবিটি শ্রী তাপস শুক্ল দাস, পিতা- মৃত হরেকৃষ্ণ শুক্লদাস, সাং- পূর্ব চাঁনমারী, থানা- এনসিসি, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-৪২ বছর, উচ্চতা- ৫ফুট, চুল- কালো, পরনে- শার্ট এবং পেন্ট এবং হাল্কা ধূসর রঙের সুয়েটার, গত ১০/১২/২০২১ ইংরেজি তারিখ কাউকে কোন কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি, বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)- ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। জিবি (টিওপি)- ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1552/2021-22

The Executive Engineer. W.R Division No.V, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites sealed tenders vide Press NIeT No. 27/EE/WR/D-V/KNIP/2021-22 Dated: 29-12-2021 for the followinc works:

Sl No	DNIeT No.	Estimated Cost:	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIeT No: 42/EE/WR/D-V/KMP/ 2021-22	Rs. 15,19,471.00	Rs. 15,195.00	02(Two) Month
2.	DNIeT No: 43/EE/WR/D-V/KMP/ 2021-22	Rs.18,76,480.00	Rs. 18,765.00	02(Two) Month
3.	DNIeT No: 44/EE/WR/D-V/KMP/ 2021-22	Rs. 218,222.00	Rs. 2,182.00	01 (one) month
4.	DNIeT No: 45/EE/WR/D-V/KMP/ 2021-22	Rs. 7,62,749.00	Rs. 7,627.00	02(two) months

Bid documents can been seen in the website https://tripuratenders.gov.in w.e.f. 29-12-2021 to 19-01-2022 and last date of downloading & bidding for bids is 19-01-2022 upto 3.00 pm.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

Executive Engineer
Water Resource Division No. —V
Kamalpur, Dhalai, Tripura

ICA-C-3188/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বৃহস্পতিবার আগরতলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় এসএফআই এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

নতুন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংস্কৃতির মেলবন্ধন গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য ঃ তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষকে মহান করে তুলেছে। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, খাদ্য, ভাষা, পরিধান, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ও সংস্ক'তির মিলনক্ষেত্র আমাদের বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। আজ লঙ্কামুড়াস্থিত আলপনা গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ দেবনাথ ম'তি কমিউনিটি হলে উত্তর পূর্বা'ল সাংস্ক'তিক কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্ক'তিক মন্ত্রণালয় এবং রাজ্যের তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সীমান্তবর্তী অ'লের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে আলপনা গ্রামকে আগামীদিনে শিল্প গ্রামে পরিণত করার জন্য এবং গ্রামের মহিলাদের মেধাকে পুঁজি করে তাদের শিল্প কলাকে তুলে ধরে আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা নেবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত শিল্পীদের নৃত্য ও সংস্ক'তি জানতে হবে এবং নিজের সংস্ক'তিকে অন্য রাজ্যের সামনে তুলে ধরতে হবে। সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো তথাকথিত গণ্ডি থেকে এবং পুরানো চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংস্ক'তির মেলবন্ধন গড়ে তোলা। সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ভারত কো জানো ও সীমান্তবর্তী অ'লের অনুষ্ঠান চলছে। এছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে যাতে আরও উন্নয়নের ছোঁয়া ও গতি আনা যায় এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও উন্নয়ন করা যায় তারজন্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্পদায়ের মধ্যে একতা ও জাতীয়তাবোধকে সামনে রেখে সাংস্ক'তিক সম্পর্ক তৈরি করে সাংস্ক'তিক রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ও ভাষার আদান প্রদান ঘটানো। এই সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংস্ক'তিকে একই মালায় গেঁথে রাখাই হচ্ছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য। বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, ওড়িশা থেকে আগত শিল্পীদের সাংস্ক'তিক আদান প্রদানের মাধ্যমে শুধু সংহতিই সুদৃঢ় হবে না আমাদের রাজ্যকে সাংস্ক'তিক দিক দিয়ে গৌরবান্বিত করবে। অনুষ্ঠানে মেয়র পারিষদ জগদীশ দাশ, কাউন্সিলার মিত্রারাণী দাস, কাউন্সিলার মিঠন দাস বৈষ্ণব ও উত্তর পূর্বা'ল সাংস্ক'তিক কেন্দ্রের সদস্য সুবত চক্রবর্তীও বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কাউন্সিলার ভাস্বতী দেববর্মা, সুপর্ণা দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আসাম, মণিপুর, ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং ত্রিপুরার আলপনা গ্রামের শিল্পীগণ তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সাংস্ক'তিক নৃত্যকলা পরিবেশন করেন।

ইন্দিরানগরে বিস্তর পরিমান গাঁজা গাছ ধ্বংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর পি আর বাড়ি থানাধীন- ইন্দিরানগর পঞ্চায়েতের অধীনে কমলপুর এলাকায়- বৃহস্পতিবার সাতসকালে পিয়ার বাড়ি থানার পুলিশ এবং ১৩০নং বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জওয়ানদের নিয়ে যৌথ উদ্যোগে- গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১১০০০ গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করা হয়। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াস থাকলেও- প্রশাসনকে কোন তোয়াক্কা না করে দীর্ঘদিন যাবৎ বিলোনিয়া মহকুমার পশ্চিম পাহাড় এলাকায়- নেশা কারবারিদের রমরমা বাণিজ্য চলছে জোড় কদমে। রাতবিরেতে নেশা কারবারিদের তাণ্ডবে হরদম হিমশিম খেতে হয় পুলিশ প্রশাসনকে। বৃহস্পতিবার সকালে তারই একটি তথ্যচিত্র উঠে এলো ইন্দিরানগর পঞ্চায়েতের কমলপুর এলাকা থেকে।

উন্নয়নের কাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের পাশাপাশি রাজ্য সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও সমান অগ্রাধিকার দিচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থাকেও সমান অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। কোনও রাজ্যের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই বিষয়টি ভাবনায় রেখে রাজ্যের বর্তমান সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নানাবিধ পরিকল্পনা নিয়েছে। আজ মোহনপুর মহকুমার মণিপুরী চৌমুহনী থেকে কৈলারী পর্যন্ত পেভার ব্লক রাস্তার উদ্বোধন করে মণিপুরী চৌমুহনিতে অনুষ্ঠিত এক সভায় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, এই রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিলো। আজ তা পূরণ হয়েছে। তিনি রাস্তার কাজ দ্রত সম্পন্ন করার জন্য পূর্ত দপ্তর এবং দায়িত্ব প্রাপ্ত এজেন্সিকে ধন্যবাদ জানান। রাস্তাটির রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এলাকাবাসীকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান। তিনি এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়তে এবং উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি জয়লাল দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পূর্ত দপ্তরের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার নিহার র'ন দেববর্মা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ প্রমুখ। স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্ট টু স্টেট ফর ক্যাপিটেল এ'পেনডিচার প্রকল্পে এই রাস্তাটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮৩ লক্ষ টাকা। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ৫৮০ মিটার। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ মোহনপুরের স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের নবাগত বিদ্যার্থী বরণ উৎসবেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হতে পারবেনা ঃ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হতে পারেনা। তাই কৃষকদের উন্নতি দরকার। দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ দেশের সমস্ত ক'ষকদের রোজগার দ্বিগুণ করা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নেত'ত্বে আমরাও সেই কাজ করে যাচ্ছি। আজ জিরানীয়া ক'ষক বন্ধ কেন্দ্রের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। তিনি আরও বলেন, এ রাজ্যের মাটি উর্বর। যদি আন্তরিকতার সঙ্গে চাষ করা যায় তাহলে যেকোন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। তিনি বলেন, আগের গতানুগতিক পদ্ধতি পরিবর্তন করা হচ্ছে। আগে যেমন ক'ষক দপ্তরের কাছে এসে সাহায্য, পরামর্শ নিতো

এখন তার পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন দপ্তর, বি'ানীরা ক'ষকদের কাছে গিয়ে, তাদের জমিতে গিয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। ক'ষকরা তাদের জমিতে থাকছেন। ফলে ক'ষকদের আয় বাড়ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আগে ৩৬টি ক'ষি মহকুমা ছিল। ১টি বেড়ে এখন ৩৭টি করা হয়েছে। এর লক্ষ্যই হল ক'ষকদের রোজগার বাড়ানো। আজ এই মহকুমায় ২৮তম ক'ষক বন্ধ কেন্দ্র খোলা হল। একে একে প্রতিটি ক'ষি মহকুমায় এইরূপ কেন্দ্র খোলা হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, কি চাষ করা যাবে, কোন মাটি ব্যবহার করা যাবে, কোন কোন পতঙ্গ ক'ষিকাজের জন্য উপকারী এবং ক্ষতিকর, কখন কি চাষ করা উচিৎ সব তথ্য এই ক'ষক বন্ধ কেন্দ্রে রয়েছে। সুতরাং ক'ষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যা যা প্রয়োজন তার সব তথ্য রয়েছে। এই ক'ষক বন্ধ কেন্দ্রগুলি এমন জায়গায় করা হচ্ছে যেখানে ক'ষকরা অনায়াসে আসতে পারেন। তার থেকে সুবিধা, পরামর্শ, তথ্য নিয়ে তাদের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। ক'ষকদের মধ্যে মতবিনিময় হবে। এ রাজ্যে যারা প্রক'ত ক'ষক তাদের সরকার বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছে। ভর্তকী মূল্যে ক'ষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা ক'ষকরা নিচ্ছেন। ফলে ক'ষকদের আগের মত জমি বন্ধক বা ঋণ নিতে হচ্ছে না। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রভ'তি নিয়েও আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, রাজ্যের ক'ষকদের ফসল এখন বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। ফলে ক'ষকদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধান অতিথি হিসাবে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ক'ষক বান্ধব এই সরকার। কোন অবস্থাতেই যাতে ক'ষকদের কোন অসুবিধা না হয় তা সরকার সব সময় দেখছে। ক'ষক হল আমাদের অন্নদাতা, লক্ষী। কারণ ভারতবর্ষের অর্থনীতি হল ক'ষি নির্ভর অর্থনীতি। ক'ষকদের কিভাবে আত্মনির্ভর করা যায় সে দিক দিয়ে সরকার কাজ করছে। ক'ষকদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে। কিছু দিনের মধ্যে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা শুরু হবে জিরানীয়ায়। আজ ক'ষকদের জমি খালি নেই। ক'ষকদের সঠিক সময়ে, সঠিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দ দাস। বক্তব্য রাখেন উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের অধিকর্তা ফনিভূষণ জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, মহকুমা শাসক জীবন ক'ষ্ণ আচার্য, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জিরানীয়া ব্লকের বিডিও উৎপল চাকমা, জিরানীয়া নগরপ'ায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক'ষি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অনিল দেববর্মা। এ উপলক্ষে জিরানীয়া ক'ষি মহকুমা, পুরাতন আগরতলা, জিরানীয়া এবং বেলবাড়ি ব্লকের ৯ জন ক'ষককে মারক, উত্তরীয় এবং ৫ হাজার টাকা দিয়ে সম্মান জানান অতিথিগণ। তাছাড়া জিরানীয়া ও বেলবাড়ি ব্লকের ৪জন ক'ষককে ভর্তকী মূল্যে ক'ষি যন্ত্রপাতি তুলে দেন অতিথিগণ।

ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, 'আমি আশা করছি নতুন বছর আমাদের রাজ্যে আশা এবং সুখ নিয়ে আসবে। নতুন বছর ২০২২ সবাই উদ্যমের সঙ্গে পালন করবেন এবং সারা বিশ্ব পুরোপুরি কোভিড মুক্ত হবে। আমি আশা করি নতুন বছর সবার আশা পূরণ করবে।

আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি কোভিড-১৯ মহামারি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে উৎসব পালন করি।'

এসএফআই-র ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস রাজ্যেও পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস আজ রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠান হয় আগরতলায় ছাত্র-যুবক ভবনে। এই দিবস উপলক্ষে এদিন ছাত্র-যুব ভবনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব, কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ।

এদিন এ উপলক্ষে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে কুড়িজন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেছেন। প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে ছাত্র সংগঠন এসএফআই দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। উন্নত শিক্ষা, মৌলিক অধিকার আদায় এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সংগঠন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, আন্দোলন ছাড়া বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনো দাবি আদায় করা যাবে না। বর্তমান সরকার শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি। সরকারকে এই পথ থেকে সরে আসার জন্য ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। অন্যথায় ছাত্রসংগঠন এসএফআই বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলেও জানানো হয়।

ভারতে ওমিক্রনে আক্রান্ত বেড়ে ৯৬১ সুস্থ হয়েছেন ৩২০ জন ঃ স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর (হি.স.): উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি ওমিক্রন! বুধবার সকালে ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৭৮১, বৃহস্পতিবার সকালে সেই সংখ্যা বেড়ে ৯৬১-তে পৌঁছেছে। ওমিক্রনে সংক্রমিত ৯৬১ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩২০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত ভারতে ওমিক্রনে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯৬১-তে পৌঁছেছে, মোট ২২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সন্ধান মিলেছে ওমিক্রনের। ওমিক্রনে আক্রান্তের নিরিখে দেশের মধ্যে সর্বাগ্রে দিল্লি, তারপরই মহারাষ্ট্র।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বৃহস্পতিবার সকালের বুলেটিনে জানিয়েছে, দিল্লিতে করোনার নতুন প্রজাতিতে আক্রান্ত ২৬৩ জন, মহারাষ্ট্রে মোট আক্রান্ত ২৫২, গুজরাটে ৯৭ জন, রাজস্থানে ৬৯ জন, কেরলে ৬৫ জন, তেলেঙ্গানায় ৬২ জন, তামিলনাড়ুতে ৪৫ জন, কর্ণাটকে ৩৪ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৬ জন, হরিয়ানায় ১২ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১১ জন, মধ্যপ্রদেশে ৯ জন, ওড়িশায় ৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৪ জন, চণ্ডীগড়ে ৩ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩ জন, উত্তর প্রদেশে দু''জন, গোয়ায় একজন, হিমাচল প্রদেশে একজন, লাদাখে একজন, মণিপুরে একজন ও পঞ্জাবে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন একজন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওমিক্রনে আক্রান্ত ৯৬১ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩২০ জন সুস্থ হয়েছেন। দিল্লিতে সুস্থ হয়েছেন ৫৭ জন, মহারাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৯৯ জন, গুজরাটে ৪২ জন, কেরলে একজন, রাজস্থানে ৪৭ জন, তেলেঙ্গানায় ১০ জন, কর্ণাটকে ১৮ জন, তামিলনাড়ুতে ২৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ৭ জন, অন্ধ্রপ্রদেশে একজন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় পুর পরিষদের নব নির্বাচিত সদস্য সদস্যাদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ ডিসেম্বর।। বিলোনিয়া পুর পরিষদ নির্বাচনে ১৭ টি ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীরা জয়ী হওয়ার পর, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকার নবনির্বাচিত কাউন্সিলর সহ, এলাকার প্রবীণ নাগরিকদেরকে নিয়ে, ১৪ নং ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর বিশ্বনাথ দাসের পৌরহিত্যে- বৃহস্পতি বার দুপুরে গিরিধারীটিলা নারায়ন স্মৃতি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়- সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনিয়া কিষান মোর্চা মন্ডল সভাপতি অসীম সেন, বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকার কাউন্সিলর এবং এলাকার বিশিষ্ট প্রবীণ নাগরিকসহ সকল অংশের জনগণরা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ সহ- মঞ্চে উপস্থিত কাউন্সিলর ও বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্বরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, তিনি পুর পরিষদ নির্বাচনে ১৪ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে- বিজেপি মনোনীত প্রার্থী হিসেবে- বিশ্বনাথ দাসকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে বিলোনিয়া পুর পরিষদের কাউন্সিলর হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য- ওয়ার্ড এলাকার ভোটারদের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

এছাড়াও নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে নানান অভিজ্ঞতা এবং বিজেপি সরকারের স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি এবং জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ গুলি নিয়ে আলোচনা করেন বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিলোনিয়া পুরো পরিষদের পুরপিতা নিখিল চন্দ্র গোপ সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকা থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলররা। পরবর্তীতে বিলোনিয়া পুর পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের সব কয়টি আসনে জয়ী করার জন্য- বিলোনিয়া পুর এলাকার সকল ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন- বিলোনিয়া পুর পরিষদের নবনির্বাচিত পুর পিতা নিখিল চন্দ্র গোপ। তাছাড়া আগামী দিনে পুরো এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে- এলাকার নানান সমস্যাগুলি তুলে ধরে- বিলোনিয়াকে উন্নত করার জন্য- সকল অংশের আপামোর জনসাধারণকে পাশে থেকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

কল্যাণপুরে এই প্রথম কৃষকদের কাছ থেকে ধান কিনল খাদ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৮ ডিসেম্বর।। রাজ্যের কৃষকদের আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার,তারই অঙ্গ হিসেবে আজ রাজ্যব্যাপী কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের যে কর্মসূচি তার শুভ সূচনা হয় কল্যাণপুর বিধানসভার অন্তর্গত দাচুড়াতে। এই প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন কল্যাণপুরের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এই প্রথম কল্যাণপুরে ধান ক্রয় করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী জীবন দেবনাথ, খাদ্য দপ্তরের তেলিয়ামুড়ার মহকুমা ইনচার্জ রঞ্জিত কুমার দাস, এবং ফুড ইন্সপেক্টর বুটটু দেববর্মা সহ কৃষি দপ্তর আধিকারিক রা। প্রতি কুইন্টাল ১৯৪০ টাকা দরে কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি ভাবে ধান কেনা হয়। ওই ধানের টাকা কৃষকদের ব্যাংক একাউন্ট এ সরাসরি ঢুকবে বলে বিধায়ক জানান। মঙ্গলবার দুর্গাপুর, কুঞ্জবন, পশ্চিম ঘিলাতলীর কৃষকরাই বেশি ধান আনেন বিক্রির জন্য। একজন কৃষক সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার কিলো ধান বিক্রি করতে পারবেন বলে জানানো হয়। কল্যাণপুরে ৫ দিন ধান নেয়া হবে কৃষকদের কাছ থেকে। হাতের কাছে এই পরিষেবা পেয়ে বেজায় খুশি কৃষকরা। এদিন অর্থাৎ প্রথম দিন কল্যাণপুর এলাকার কৃষকদের কাছ থেকে মোট ৬০ দশমিক ৪০১ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়।

কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩০ ডিসেম্বর।। কংগ্রেস আবার তাদের ইনিংস নুতন করে শুরু করতে চাইছে। এবার কংগ্রেস এর লক্ষ কর্মীদের সঠিক রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই লক্ষেই আজ কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় খোয়াই জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিক্রম কিশোর সিনহার নেতৃত্বে। এই বৈঠকে স্থির হয় আগামী ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারি খোয়াই কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস এর প্রতিটি ব্লক থেকে ১৫ জন করে কর্মী কে রাজনীতির পাঠ দেওয়া হবে। যার নাম দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির।

খোয়াই জেলা তে কংগ্রেস এর ছয়টি ব্লক রয়েছে। ফলে মোট প্রশিক্ষণ নেবেন ৯০ জন। আজকের খোয়াই জেলা কংগ্রেস এর বিশেষ বৈঠকে জেলা সভাপতি বিক্রম কিশোর সিনহা ছাড়াও ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রাখাল তরফদার, সহ সভাপতি তরণী দেববর্মা, কল্যাণপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সাধন চন্দ্র মল্লিক, খোয়াই ব্লক সভাপতি যতীন্দ্র গোপ, সহ ছয়টি ব্লক কংগ্রেস এর সভাপতিরা। এখন পর্যন্ত ঠিক আছে যে ওই রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা।

যারা প্রশিক্ষণ দেবেন তারা সবাই খোয়াই এর বাইরে থেকে আসবেন। মূলত স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ও পরে জাতীয় কংগ্রেস এর কি ভূমিকা ছিলো এবং কংগ্রেস ও আর এস এস এর চিন্তাধারায় কি তফাৎ সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। খোয়াই জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিক্রম কিশোর সিনহা জানান কংগ্রেস বলে দেশ কে ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে জুড়ে দাও। আর অন্য দিকে আর এস এস এর কাজ হলো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি পালন করে কিন্তু মানুষ জানে বর্তমানের শাসক দলের ইস্তেহার ও এর বাস্তবায়নের কথা। মানুষ জানে জি ডি পি গ্রোথ রেইট এর কথা ও।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভাকে কেন্দ্র করে জোর প্রস্তুতি চলছে আগরতলায় স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। বৃহস্পতিবার তোলা ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।